উদীচী বার্তা

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর মুখপত্র

বর্ষ ২৩ ॥ প্রথম সংখ্যা ॥ কার্তিক ১৪২৯, নভেম্বর ২০২২ ॥ মূল্য ১০ টাকা

উদীচীর ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

শোষণের বেড়াজালে মানুষের প্রাণ মুক্তির মিছিলে লড়াইয়ের গান

বিমল মজুমদার

ক্রমাগত দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির ফলে জনজীবন যখন বিপন্ন। রাজনীতিতে সহিংসতা, সামাজিকভাবে মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতা প্রবলভাবে জেঁকে বসেছে। নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন নিত্যদিনকার ঘটনা। উন্নয়নের নামে চলছে অবাধ লুটপাট। ঠিক এই রকম একটা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে 'শোষণের বেড়াজালে মানুষের প্রাণ, মুক্তির মিছিলে লড়াইয়ের গান' স্লোগানকে ধারণ করে গত ২৯ অক্টোবর সারাদেশব্যাপী পালিত হলো দেশের সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।

কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ওইদিন বিকেল ৪টায় কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে আলোচনাসহ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানমালার শুভ সূচনা হয়। জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন উদীচীর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ও সাবেক সভাপতি গোলাম মোহাম্মদ ইদু। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন অধ্যাপক বদিউর রহমান, সাহিত্যিক-নাট্যকার আখতার হুসেন, শিক্ষিকা মালা রানী সরকার, শিক্ষিকা লতা সমাদ্দার, চা শ্রমিক নেত্রী সন্ধ্যা রানী ভৌমিক, খুলনা পাটকল শ্রমিকনেতা মোহাম্মদ নওশের আলী ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে।

জতীয় সংগীতের পর সংগঠন সংগীত, চা শ্রমিকদের নিয়ে শিল্পী শাহীন সরদারের লেখা ও সুরারোপিত একটি গান ও উদীচীর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সহ-সভাপতি মাহমুদ সেলিমের লেখা ও সুরারোপিত নতুন একটি গণসংগীত পরিবেশন করেন উদীচীর শিল্পীবৃন্দ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে উদীচীর সভাপতি অধ্যাপক বদিউর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক ইকবালুল হক খানের পরিচলনায় শুরু হয় আলোচনা সভা।

উদীচীর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য এবং প্রথম দিককার প্রায় সব কটি নাটকের নাট্যকার আখতার হুসেন তাঁর বক্তৃতায় বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখা করে কঠিন সময় মোকাবেলা করার জন্য উদীচীকে আরো সক্রিয় ও সংগঠিত ভূমিকা পালনের অহবান জানান। তিনি নতুন নতুন প্রতিভাবান শিল্পীদের সংগঠনে সম্পৃক্ত করার দাবী জানান।

কমিউনিস্ট নেত্রী ও মুক্তিযোদ্ধা লীনা চক্রবর্তী তাঁর বক্তৃতায় সত্যেন সেনের সাথে পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগঠন গড়ে তোলার স্মৃতিচারণ করেন।

সম্প্রতি নারী সাফ ফুটবলে আমাদের দেশের মেয়েরা

> বৈশ্বিক মহামারির কারণে মানুষ কাজ হারিয়েছে, কারো কারো আয় হ্রাস পেয়েছে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের কোন চেষ্টাতো নেইই উপরন্ত দ্রব্যমূল্যের আকাশচুম্বি মূল্য তাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে

এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের রচনা করেছেন। এই টিমের আটজন খেলোয়াড় ছিল কল সুন্দর গ্রামের। তাদেরকে যিনি গড়ে তুলেছেন, সাহস যুগিয়েছেন, মাতৃস্নেহে লালন করেছেন সেই শিক্ষিকা মালা রানী সরকার তার বক্তৃতায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ দেখতে চান। যেখানে কোন সাম্প্রায়িকতা থাকবেনা, থাকবেনা কোন ধরনের বৈষম্য।

চা শ্রমিক নেত্রী সন্ধ্যা রানী ভৌমিক তার বক্তৃতায় চা শ্রমিকদের ১৭০ টাকা দৈনিক বেতন পেয়ে কি নিদারুণ কষ্টে দিনাতিপাত করেন তার বর্ণনা দেন। তাঁদের আন্দোলনে সমর্থন করার জন্য উদীচীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

খুলনার পাটকল শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ নওসের আলী তাঁর বক্তৃতায় বন্ধ পাটকল চালুসহ চলমান শ্রমিক আন্দোলনের দাবিসমূহ মেনে নেয়ার আহবান জানান।

উদীচীর সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে তার বক্তৃতায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে জনজীবনে যে হতাশা বিরাজ করছে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য অনতিবিলম্বে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, মৌলবাদ ও ধর্মান্ধগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শোষিত, বঞ্চিত মানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করা যায় এমন অনুষ্ঠান তৈরি করে সাধারণ মানুষের মধ্য ছড়িয়ে পড়ার জন্য উদীচীর সর্বস্তরের ভাইবোনদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

সাবেক সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য গোলাম মোহাম্মদ ইদু সবাইকে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানান এবং উদীচীর আদর্শ-উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ় থেকে কার্যক্রম অগ্রসর করে নেয়ার অনুরোধ জানান।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক বদিউর রহমান দেশের কঠিন অবস্থার কথা বর্ণনা করে প্রগতিশীল মানুষদের এক্যের আহ্বান জানান।

আলোচনা সভা শেষে শুরু হয় গীতি কাব্য নাট্যালেখ্য 'ধর ধর চোর চোর'। রচনা ও সুরারোপ শিল্পী সংগ্রামী মাহমুদ সেলিম, নাট্যাংশ নির্দেশনা অমিত রঞ্জন দে, সংগীত আয়োজনে সুরাইয়া পারভিন।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক বদিউর রহমান বলেন বৈশ্বিক মহামারির কারণে মানুষ কাজ হারিয়েছে, কারো কারো আয় হ্রাস পেয়েছে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের কোন চেষ্টাতো নেইই উপরন্ত দ্রব্যমূল্যের আকাশচুম্বি মূল্য তাদের জীবন দূর্বিসহ করে তুলেছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন মানুষের কথা বলার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। এই দূরাবস্থা থেকে মুক্তির জন্য দেশের সকল প্রগতিশীল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

একক সংগীত পরিবেশন করেন উদীচীর সহ-সভাপতি হাবিবুল আলম, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুরাইয়া পারভিন এবং কেন্দ্রীয় সংগীত বিভাগের সদস্য অবিনাশ বাউল ও জাকির হোসেন।

আবৃত্তি করেন লায়লা তারান্নুম কাকলী ও ভারতের আবৃত্তি শিল্পী শম্পা দাশ। মঞ্চস্থ হয় সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী নাটক "অজ্ঞাতনামা'। নাটকটি রচনা করেন অধ্যাপক রতন সিদ্দিকী এবং নির্দেশনা দেন প্রবীর সরদার। সর্বশেষ পরিবেশিত হয় প্রদীপ ঘোষ পরিচালিত চলচ্চিত্র "ভূমিহীন ভূমিপুত্র"।

অনুরূপভাবে সারাদেশে পালিত হয়েছে লড়াই-সংগ্রামের অগ্রপথিক সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান।

ময়মনসিংহ বিভাগের সবক'টি জেলা ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়। উল্লেখ্য নেত্রকোনা জেলা দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠান করে।

খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনা, মাগুরা, ঝিনাইদহ জেলা সংসদ। যৌথভাবে শেখপাড়া ও শৈলকুপা শাখার সাথে শৈলকূপায় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেন। বাগেরহাট জেলার অনুষ্ঠান হয় শরণখোলায়।

রংপুর বিভাগের, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা প্রমুখ জেলায় উদীচীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়।

সিলেট বিভাগের, সিলেট, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ জেলায় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়।

শিক্ষক লাঞ্ছনার প্রতিবাদে দেশব্যাপী সমাবেশ

উদীচী বার্তা ডেস্ক

অব্যাহত শিক্ষক নির্যাতন, নিপীড়ন ও হত্যার প্রতিবাদে ২ জুলাই শনিবার দেশব্যাপী প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। কেন্দ্রীয় কর্মসূচি হিসেবে ঢাকায় শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে ২ জুলাই শনিবার বিকেল ৫টায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উদীচীর সভাপতি অধ্যাপক বদউির রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিশিষ্ট অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিল্পীসহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের খ্যাতিমান মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন। এতে বক্তব্য রাখেন উদীচীর সহ-সভাপতি প্রবীর সরদার, সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে, ডক্টরস ফর হেলথ এন্ড এনভায়রনমেন্ট-এর এম এন ফারুকী, শিক্ষাবিদ মমতাজ শরিফ, প্রজন্ম-৭১ এর সাধারণ সম্পাদক আসিফ মুনির, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম এম আকাশ, নির্যাতিত বিজ্ঞান শিক্ষক হৃদয় চন্দ্র মণ্ডল, বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি *এরপর পৃষ্ঠা ৩*

উদীচীর ২২তম জাতীয় সম্মেলন

শ্রেণিভেদ ভেঙে, সম্প্রীতির মালা গাঁথার শপথ

কংকন নাগ

গত ০২, ০৩ ও ০৪ জুন ২০২২ মহাসাড়ম্বরে, উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে লড়াই-সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ২২তম জাতীয় সম্মেলন। স্বাধীনতার আগে থেকেই দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পথ দেখিয়ে আসা সংগঠনটির এবারের সম্মেলনের শ্লোগান নির্ধারণ করা হয়- "শ্রেণিভেদ ভাঙি শোষিতের রোষে, সম্প্রীতির মালা গাঁথি ভেদাভেদ নাশে"। দেশজুড়ে চলমান অপরিসীম বৈষম্য, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, অর্থনৈতিক অসাম্য ইত্যাদির কারণে মানুষ আজ রুষ্ট। শোষকের অত্যাচারে শোষিতের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এমন অবস্থায় সকল নির্যাতিতকে ঐক্যবদ্ধ করে শ্রেণিভেদ ভাঙার লক্ষ্যে কাজ করতে চায় উদীচী। একইসাথে সমাজে বিদ্যমান নানা ধরনের বৈষম্য, ধর্মীয় ভেদাভেদ ইত্যাদিকে নাশ করে সম্প্রীতির মালা গাঁথার জন্য সংগ্রাম করে উদীচী। এ বিষয়গুলোকেই একত্রে বোঝানোর জন্য নির্ধারণ করা হয় ২২তম জাতীয় সম্মেলনের শ্লোগান।

০২ জুন বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় রাজধানীর গুলিস্তানে ঢাকা মহানগর নাট্যমঞ্চে ২২তম জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন নির্যাতিত বিজ্ঞান শিক্ষক হৃদয় চন্দ্র মণ্ডল। এসময় তিনি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি অধ্যাপক ড. সফিউদ্দিন আহমেদ, সহ-সভাপতি অধ্যাপক বদিউর রহমান, উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক জামসেদ আনোয়ার তপন, নাট্যজন মামুনুর রশীদ, অধ্যাপক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, শিক্ষাবিদ ড. জাফর ইকবাল, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ, কবি গোলাম কিবরিয়া পিনু এবং চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সমন্বয়কারী নিখিল দাস। আলোচনায় বক্তারা বলেন, এদেশের যেকোনো গণআন্দোলনে উদীচী এক আস্থার নাম। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের এই দুঃসময়ে উদীচীকে যথাযথ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তারা। বক্তারা আরো বলেন, এই সামগ্রিক অনাচার ও সাংস্কৃতিক বিপন্নতার বিরুদ্ধে, পুঁজি, পুরুষতন্ত্র, ভোগবাদ ও সাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া মুক্তি অসম্ভব। এসময় উদীচীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সাবেক সভাপতি গোলাম মোহাম্মদ ইদুকে বিশেষ সম্মাননা দেয়া হয়।

আলোচনার পর বের হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। দেশের বিভিন্ন জেলা ও শাখা থেকে আসা উদীচীর হাজারো শিল্পী-কর্মীর প্রাণোচ্ছল অংশগ্রহণে, গানে-নাচে-আনন্দে মুখর শোভাযাত্রাটি প্রধান প্রধান *এরপর পৃষ্ঠা ২*

রাজনৈতিক পরিবর্তনে চাই

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

ধারায় এবং রমেশ শীল-এর কথা আমরা এখনও স্মরণ না করে পারি না। কিন্তু আজকে দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয়, বর্তমানে আমরা যারা উদীচীর সঙ্গে যুক্ত আছি আমরা কিন্তু এই রমেশ শীল বা মুকুন্দ দাস-এর মতো শিল্পী তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বসূরি মহৎ ব্যক্তিরা যে অবদান রেখেছেন তাদের সেই অবদানের যথার্থ ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারিনি। এই স্থানটিতে আমাদের যেভাবেই হোক যুক্ত হতে হবে। আমি বলবো যতটুকু সম্ভব হয় গ্রামের শিল্পীদের সঙ্গে, গ্রামের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করে গ্রামগঞ্জের শিল্পীদের বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে নতুনভাবে গড়ে তোলার প্রয়াস অবশ্যই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সেই শিল্পীদের চৈতন্যে আধুনিক চিন্তাচেতনা, বিপ্লবী চিন্তাচেতনা ঢুকিয়ে দিতে হবে। তার মধ্য দিয়েই যথার্থভাবে সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত-এর হাতে প্রতিষ্ঠিত উদীচী সার্থক হয়ে উঠবে এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ভূমিকা শুধু রাখবে না, একটা অনুপ্রেরণার উৎসরুপেও তারা বিরাজ করতে পারবে বলে আমি মনে করি। এই কাজগুলির মধ্য দিয়েই উদীচীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সফলতা লাভ করবে।

স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে রাজনীতিকদের অবশ্যই অবদান আছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মূলত মনে রাখতে

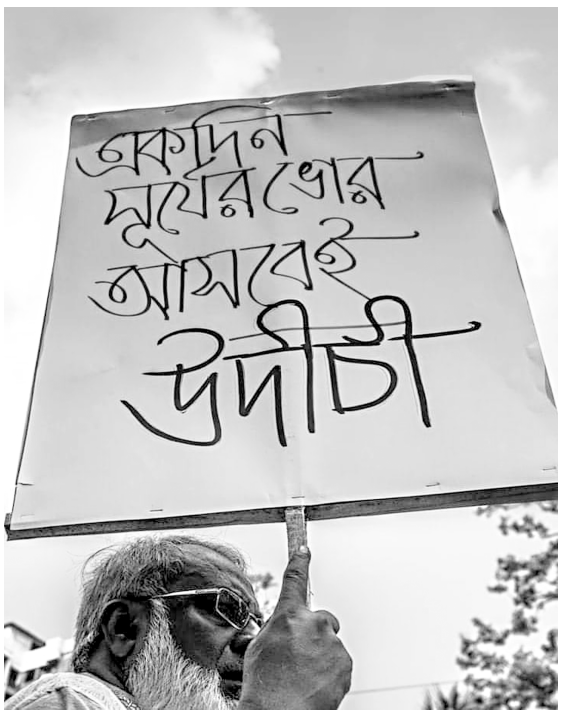

হবে, পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে মূল অবদানটা কিন্তু সংস্কৃতির। আমাদের যে ভাষা, তাকে রক্ষার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান ভাঙার আন্দোলনের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছিলাম। সেই ভাষা আন্দোলন তো মূলত সাংস্কৃতিক আন্দোলন। সেই ভাষা আন্দোলনের পরে দেখা গেলো যে আমাদের ভাষাকে বিকৃত করার জন্য পাকিস্তান এবং পাকিস্তানপন্থী এদেশের বুদ্ধিজীবীরাও লেগে গেলো। তারা নানানভাবে বাংলা ভাষাকে উর্দুর সাথে মিশিয়ে দিতে যে অপপ্রয়াস নিয়েছিল সেই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে এবং রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করার অপ-প্রয়াসের বিরুদ্ধে, নজরুলকে খণ্ডিত করার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে যারা নেমে এসেছিলেন তারা কিন্তু সংস্কৃতি জগতেরই লোক এবং সংস্কৃতিকর্মী। যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন সেই সময় আমরা গড়ে তুলতে পেরেছিলাম তারই ফলে রাজনীতিকরা সেই আন্দোলনের ধারার সাথে নিজেরা যুক্ত হতে পারলেন এবং এক পর্যায়ে আমরা সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করলাম। কিন্তু, স্বাধীনতা অর্জনের পর অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয়, যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা এই স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়েছিলাম সেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারাটাকে আমরা বজায় রাখতে পারিনি। শুধু বজায় রাখতে পারিনি তা নয়, সেই সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের চৈতন্যেও যেন একটা অভাব দেখা দিয়েছে।

বর্তমানে যে অবস্থা পৃথিবীতে চলছে সেখানে সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত যে স্থানে শেষ করেছিলেন সেইখান থেকে নতুনভাবে আমাদের শুরু করতে হবে। তখনকার অবস্থা আর এখনকার অবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে সেই পরিবর্তনের দিকগুলি আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে। সারা দুনিয়াতে মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে যা চলছে আমাদের বাংলাদেশও তার বাইরে নাই। বাংলাদেশে যা দেখা যাচ্ছে সেখানে মুক্তবাজার অর্থনীতি শুধু নয়, আজকে ধর্মতন্ত্রে মৌলবাদীরা যে অসামান্য রকমে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এই অপশক্তির বিরুদ্ধে রাজনীতিকরাও ঠিক যেভাবে কাজ করা উচিত ছিল তারা কিন্তু সেইভাবে যে করতে পারছেন, স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি যারা তারাও যে করতে পারছেন এমনটি মনে করার কোন কারণ নেই। আমি একটু কঠিন কথাই বলতে চাই, আমাদের এখানে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে আমাদের সংবিধানটি গ্রহণ করেছিলাম তার মধ্যে চার মূলনীতি ছিল। সেই চার মূলনীতি সুস্থ জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র ছিল। সেগুলিকে বিসর্জন দেয়া হয়েছে পাকিস্তানের ভূত যখন আমাদের ঘাড়ে এসে চেপে বসলো সেই সময়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যারা ক্ষমতায় আসলো তারা আমাদের সংবিধানকে কাটাকুটি করে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে গেলো যে, আমাদের স্বাধীনতার যে মূল মর্ম, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যে মূল মর্ম সেটাকেই ভুলিয়ে দেয়া হলো। মৃত পাকিস্তানের ভূত আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। সেই চাপিয়ে দেয়ার যে ফলটা সেটা এখন পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। আমরা এখন বলি যে বর্তমানে যারা ক্ষমতায় আছেন তারা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। অস্বীকার করার উপায় নেই। তারা স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর অনুসারী ইত্যাদি ইত্যাদি সবই সত্য কথা। কিন্তু যখন আমরা দেখি যে আমাদের সংবিধানের মধ্যে রাষ্ট্রধর্ম বিদ্যমান আছে এবং সেইসঙ্গে আবার বলা হচ্ছে যে আমাদের চার মূলনীতির ধর্মনিরপেক্ষতাও আছে। এই যে গোজামিল, এই গোজামিলের অবসানের জন্য যে কাজটি করতে হবে সেটা রাজনীতিকরা করবেন না। সেই কাজটি করতে হলে আমরা যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভাষা আন্দোলনের মধ্য থেকে বহন করে এসেছি সেইগুলিকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করে নিতে হবে।

আজকের দিনে ধর্মতন্ত্র, মৌলবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোটা আগের চাইতে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। কাজেই সেই ধর্মতন্ত্র, মৌলবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, দাঁড়াতে হবে আজকে সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে যে কাণ্ড ঘটাচ্ছে সেই অপকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়ানোর জন্য ওই সাংস্কৃতিক আন্দোলনকেই নতুনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে। সেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রটিতে উদীচীর যে দায়িত্ব সেটা ভুলে গেলে চলবে না। উদীচী ছাড়া এইভাবে আর কেউ সেই সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে না। আজকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন দেখতে পাওয়া যায়, সাংস্কৃতিক জোটও গড়ে উঠেছে, কিন্তু সেই সমস্ত জোটগুলির ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি যে মূলত সংস্কৃতির যে মূল ধারা সেই মূল ধারার সঙ্গে কেউই যুক্ত হতে পারেনি। মূলত শহরকেন্দ্রিক কিছু কিছু গানবাজনা ইত্যাদি করা হয়। কিন্তু, সংস্কৃতি তো কেবল গানবাজনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না। আমাদের যে গানবাজনা ইত্যাদি আমরা করবো সেইগুলির মধ্য দিয়ে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে তথাকথিত মুক্তবাজার অর্থনীতির বিরুদ্ধে আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে নিয়ে যেতে হবে। আমার মনে পড়ে, এইটার সূত্রপাত কিন্তু উদীচী বঙ্গবন্ধু হত্যার পরই করেছিল। আমরা জানি যে উদীচীর মাধ্যমে আমরা 'ইতিহাস কথা কও' বলে যে গীতিনাট্য উত্থাপন করেছিলাম, যেটা মাহমুদ সেলিম করেছিল সেইটা অসাধারণ কাজ ছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে সত্যিকার অর্থে হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের রাজনীতিকরা কেউই দাঁড়াননি। কিন্তু যদি বলি আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্তত সূত্রপাত ঘটিয়েছিল এই উদীচীই, যা আর কেউ সেদিন করেনি।

কাজেই, এই যে কাজগুলি আমরা করেছিলাম সেই কাজগুলিকে সামনের দিকে অগ্রসর করে নিতে হলে বর্তমান পৃথিবীর এবং আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের বাস্তবতাটা বুঝতে হবে। সেই বাস্তবতাটা বুঝলে আমরা দেখবো যে, সাম্রাজ্যবাদ নানাভাবে আমাদের এখানে নতুনভাবে নতুন করে অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। সেই অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে আমাদের জনগণের চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। সেই জনগণের চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য উদীচীর মতো শিল্পীগোষ্ঠীকেই সামনে এগিয়ে আসতে হবে। সেটি করা সম্ভব হবে যদি ধর্মতন্ত্রের মৌলবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলিকে যথার্থভাবে সংগঠিত করে তুলতে পারি এবং আমরা যারা সংস্কৃতির সাথে যুক্ত আছি তাদের বোধবুদ্ধিকে শানিত করে তুলতে পারি। আগে নিজেদের শানিত করে তুলতে হবে, তারপরে সাধারণ মানুষের কাছে যেতে হবে। আমাদের বোধবুদ্ধিকে সংহত করে সেই বোধবুদ্ধির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা, ধর্মতন্ত্র-মৌলবাদবিরোধী চেতনা এইগুলির সঞ্চার ঘটাতে হবে। সেই সঞ্চার ঘটানোর সঙ্গেসঙ্গে জনগণের মধ্যে সেটিকে কীভাবে বিস্তৃত করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ আমাদের চেতনাকে যদি আমরা একটু একটু করে জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারি তাহলে এই জনগণই একদিন উঠে দাঁড়াবে। উঠে দাঁড়িয়ে বর্তমানের যে দুরবস্থা তা দূর করার জন্য তারা সচেতন হয়ে উঠবে। তখন যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠবে সেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমাদের রাজনীতিও নতুনভাবে গতিবেগপ্রাপ্ত হবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার পরে যেসমস্ত ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটেছে, যেভাবে পাকিস্তানের ভূত আমাদের ঘাড়ে এখন চেপে বসেছে, যেভাবে ধর্মতন্ত্র-মৌলবাদীরা বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত হয়ে উঠছে, নতুন করে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটাচ্ছে, এই সমস্তগুলির মধ্যে উদীচীর মতো সংগঠনকেই সচেতনভাবে এগিয়ে আসতে হবে। তার ক্ষমতা অনুযায়ী সে কাজটা করতে হবে। তার আগে উদীচীসহ সমস্ত সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে সচেতনতাটা বাড়াতে হবে। সেটা না করতে পারলে আমি বলি, নতুন রাজনীতিও নতুন পথে আসবে না। রাজনীতি নতুন পথে আসা খুবই দরকার। সাংস্কৃতিক আন্দোলন যদি আমরা গড়ে তুলতে না পারি, তাহলে আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রেও যে পরিবর্তন আমরা আশা করি সেই পরিবর্তন হবে না। সেই পরিবর্তনের জন্যই আমাদেরকে ধর্মতন্ত্রের, মৌলবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। এটি এই মুহূর্তে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি।

লেখক: সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী
শ্রুতিলিখন: কংকন নাগ

বন্যার্তদের পাশে উদীচী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

চাল-ডাল-চিনি-তেল-মোমবাতি-শুকনো খাবার-স্যালাইন-বিশুদ্ধ খাবার পানি, জরুরি প্রাণ-রক্ষাকারী ঔষধ এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছে দিয়েছেন দুর্গত মানুষের কাছে। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত যেসব পরিবার কারো কাছে সহায়তা চাইতে পারে না, তাদেরকেও গোপনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সহায়তা করেছেন উদীচীর শিল্পী-কর্মীরা। সিলেট উদীচীর ব্যবস্থাপনায় চালু করা হয় রান্না করা খাবার বিতরণ। মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া প্রভৃতি শাখার বন্ধুরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ত্রাণসামগ্রী প্যাকেট করে পৌঁছে দেন দুর্গত এলাকায়। এছাড়া, সবচেয়ে বেশি দুর্গত জেলা সুনামগঞ্জের বন্ধুরা নিজেদের বাড়িঘরের চিন্তা না করে নেমে পড়েন আর্তমানবতার সেবায়। শুধু বিশ্বম্ভরপুর, শাল্লা, দিরাই, শান্তিগঞ্জ, ধরমপাশা ও মধ্যনগরে দুর্গম অঞ্চলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দেয়াই নয়, শহর অঞ্চলেও ত্রাণ বিতরণ করেছেন তারা। শুধু তাই নয়, বন্যায় সেসব শিক্ষার্থীদের বইখাতাসহ অমূল্য সম্পদ ভেসে গেছে তাদের পাশেও দাঁড়িয়েছে সুনামগঞ্জ উদীচী। সুনামগঞ্জ উদীচীর ব্যবস্থাপনায় তালিকা করে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ হিসেবে প্রশংসা কুড়ায়।

তবে, শুধু বন্যার সময় ত্রাণ সহায়তা দিয়েই নিজেদের দায়িত্ব শেষ বলে মনে করে না উদীচী। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তায় স্থায়ীভাবে কোন উদ্যোগ নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের। এছাড়া, নদী খননে অব্যবস্থাপনা, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ, ত্রাণ বিতরণে প্রশাসনের দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ যাতে সোচ্চার হয় সে লক্ষ্যেও কাজ করতে চায় উদীচী। বন্যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এটি ঠেকিয়ে রাখার সাধ্য মানুষের নেই। তবে, সাধারণ মানুষ যদি সচেতন হয়, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হয়, যদি প্রশাসনকে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করতে বাধ্য করতে পারে তাহলে অবশ্যই বন্যার কারণে ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশেই কমিয়ে আনা সম্ভব।

অবিলম্বে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তারা সর্বক্ষেত্রে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। সমাবেশে বক্তারা বলেন, নড়াইলের লোহ-াগড়ার দিঘলিয়ায় সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনায় নড়াইলের মাটি কাঁদছে। নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলো যা খুশি করতে পারে মন্তব্য করে তারা বলেন, হঠাৎ করে নয়, পুরোপুরি নীলনকশা করে নড়াইলে সাম্প্রদায়িক হামলা ঘটানো হয়েছে। প্রশাসনকেও কলুষমুক্ত করার দাবি জানিয়ে বক্তারা বলেন, ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর সাথে আপোষের রাজনীতির পরিণতি কখনো ভালো হয় না, যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আফগানিস্তান। ভবিষ্যতে দেশে কোথাও কোন সাম্প্রদায়িক হামলা ঘটলে সেখানকার ডিসি, এসপি, ওসি এবং ইউএনওকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করার দাবি জানিয়ে বক্তারা বলেন, এটি করা হলে ভবিষ্যতে আর কখনোই দেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটবে না। এছাড়া, মুক্তিযুদ্ধের চার মূলনীতি প্রতিষ্ঠায় সমাজের চেতনাগত ভিত্তিকে গড়ে তোলার তাগিদ দেন বক্তারা। বলেন, তা না হলে অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাবে। রাজনীতিতে যে পচন ধরেছে তা নির্মূল করতে হলে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল কমিটি গঠনের প্রস্তাবও দেন কোন কোন বক্তা।

সমাবেশে উদীচীর সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে বলেন, দেশে যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস চলছে তা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর এখনই সময়। সাধারণ জনগণকে সচেতন করে এই বিচারহীনতার অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রতিটি সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বা শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনার পেছনের কুশীলবদের যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার দাবি জানিয়ে উদীচীর সাধারণ সম্পাদক বলেন, সেই ক্ষতিপূরণ কোনভাবেই সরকারি কোষাগার থেকে জনগণের ট্যাক্সের টাকা থেকে দেয়া যাবে না। যারা হামলা করেছে তাদের কাছ থেকে আদায় করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর উদীচীর সহ-সভাপতি জামসেদ আনোয়ার তপন বলেন, জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির তাস খেলা হচ্ছে। ধর্মীয়ভাবে কম সংখ্যার জনগোষ্ঠীকে নানাভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে যাতে তারা নির্দিষ্ট একটি দলের পক্ষেই ভোট দেন। এ অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে যারা তোষণ করে তারাই। এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। তাই সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করে সার্বিক গণজাগরণ গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। উদীচী নড়াইল জেলা সংসদের সহ-সভাপতি ধ্রুব কুমার দাম-এর সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য হাবিবি জহির রায়হান, নাজমুল ইসলাম, সাতক্ষীরা জেলা সংসদের আনিছুর রহিম, যশোরের বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ লিয়াকত আলী, মেহেরপুরের সুশীল চক্রবর্তী, ঝিনাইদহের কলেজ শিক্ষক স্বপন বাগচী, মাগুরার এটিএম আনিসুর রহমান, খুলনার আকবর হোসেন, ছাত্র প্রতিনিধি সাখাওয়াত হোসেন বিপ্লব, নড়াইল সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি মলয় কুণ্ডু, শ্রমিক নেতা সাইফুজ্জামান বাদশা প্রমুখ।

পরে, উদীচীর একটি প্রতিনিধি দল নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার দিঘলিয়া বাজার ও এর আশপাশের এলাকায় সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার হয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িঘর পরিদর্শনে যান এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সাথে কথা বলেন। এসময় তারা সেদিনের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং সাম্প্রদায়িক দানবদের তাণ্ডবের ক্ষতচিহ্ন দেখান।

শ্রেণিভেদ ভেঙে, সম্প্রীতির মালা গাঁথার শপথ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার মহানগর নাট্যমঞ্চে ফিরে আসে। এরপরই শুরু হয় উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের পরিবেশনায় উদ্বোধনী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য, বিশিষ্ট নাট্যজন শংকর সাঁওজালের গ্রন্থনা ও নির্দেশনায় উদীচীর শিল্পীরা পরিবেশন করেন 'ফিরে চাই সম্প্রীতি সাম্যের গান, পূর্ণ সংবিধান'। এখানে বিভিন্ন সময়ে বাহাত্তরের সংবিধানকে নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে, যেভাবে কাঁটাছেড়া করা হয়েছে, যেভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূলনীতিগুলোকে ধূলিস্যাৎ করে দেয়া হয়েছে তা গানে, নাচে, কবিতায় ফুটিয়ে তোলেন শিল্পীরা। পাশাপাশি দাবি তোলা হয়, পূর্ণ সংবিধান ফিরিয়ে আনার। একইসাথে সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বানও জানানো হয় সম্মেলনের উদ্বোধনী পরিবেশনায়।

উদ্বোধনী পরিবেশনার পর একে একে পরিবেশিত হয় বিভাগীয় এবং আমন্ত্রিত শিল্পীদের পরিবেশনা। ময়মনসিংহ, রংপুর, চট্টগ্রাম, বরিশাল এবং ঢাকা বিভাগের শিল্পীদের পরিবেশনায় মুগ্ধ হন উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা। পাশাপাশি আবৃত্তি পরিবেশন করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বাচিক শিল্পী বীর মুক্তিযোদ্ধা আশরাফুল আলম, রেজিনা ওয়ালী লীনা, মিজানুর রহমান সুমন। সংগীত পরিবেশন করেন গণসংগীত শিল্পী আরিফ রহমান, উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি হাবিবুল আলম। ছিল সাজু আহমেদের পরিচালনায় কত্থক নৃত্য।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন, ০৩ জুন শুক্রবার সকাল ১০টায় শুরু হয় সাংগঠনিক অধিবেশন পর্ব, কাউন্সিল। এ পর্বের শুরুতে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন হালিমা নূর পাপন। এরপর সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন এবং অর্থ প্রতিবেদন উত্থাপন হয়। এসব প্রতিবেদনের উপর দিনব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন দেশের বিভিন্ন জেলা ও শাখা থেকে আসা প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকরা। তাদের আলোচনায় উঠে আসে প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশে সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজনের প্রস্তাব। এসব কিছু বিবেচনায় নিয়ে সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন এবং অর্থ প্রতিবেদন পাশ করার মধ্য দিয়ে শেষ হয় দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন।

০৪ জুন শনিবার, সম্মেলনের তৃতীয় দিন সকাল ১০টায় শুরু হয় সাংগঠনিক অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম। এদিন শুরুতেই সাংগঠনিক প্রস্তাব, সাধারণ প্রস্তাব এবং গঠনতন্ত্র সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। এরপর এসব প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন সারাদেশের প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকরা। তাদের আলোচনায় উঠে আসে ভবিষ্যতে উদীচী কোনপথে সংগঠন পরিচালনা করবে, কী কী বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হবে, উদীচীর লড়াই-সংগ্রাম বা আন্দোলনের অভিমুখ কী হবে ইত্যাদি বিষয়। সবার আলোচনার প্রেক্ষিতে পাশ হয় সাংগঠনিক প্রস্তাব, সাধারণ প্রস্তাব এবং গঠনতন্ত্র সংশোধনী প্রস্তাব। একইসাথে গৃহীত হয় সম্মেলন ঘোষণা। মধ্যাহ্ন বিরতির পর শুরু হয় নির্বাচনি অধিবেশন। সেখানে অধ্যাপক বদিউর রহমানকে সভাপতি এবং অমিত রঞ্জন দে'কে সাধারণ সম্পাদক করে সর্বসম্মতিক্রমে ৯১ সদস্যবিশিষ্ট উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদ গঠন করা হয়। এর মধ্যে ৮৭ জনের নাম সম্মেলনে নির্ধারণ করা হয়। আর চারটি পদ পরবর্তীতে কো-অপশনের জন্য খালি রাখা হয়। সবশেষে নবনির্বাচিত কমিটির শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে শেষ হয় তিন দিনব্যাপী সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা।

করোনা মহামারির দীর্ঘ দুই বছরেরও বেশি সময়ের স্থবিরতা, ঘরবন্দী জীবন, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক দূরত্ব সবকিছু মিলিয়ে উদীচীর ২২তম জাতীয় সম্মেলন ছিল একটি অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। তবে, সারাদেশের উদীচীর শিল্পী-কর্মী-সংগঠকরা আরো একবার প্রমাণ করেছেন শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রগতির সংগ্রামের পথ থেকে তারা কখনোই বিচ্যুত হবেন না। সাংগঠনিক শৃঙ্খলা মেনে দু-তিনটি বাদে সবগুলো জেলাই সঠিক সময়ে সম্মেলন সম্পন্ন করেছে। বেশিরভাগ শাখা সংসদও যথাসময়ে তাদের সম্মেলন আয়োজন করেছে। শুধু তাই নয়, প্রতিনিধি-পর্যবেক্ষকের অংশগ্রহণের দিক থেকেও এবার অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ২২তম জাতীয় সম্মেলনে সারাদেশের প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক অংশ নিয়েছেন এবং তিন দিন ধরে সম্মেলন প্রাঙ্গণকে উৎসবমুখর করে রেখেছেন। এই প্রাণোচ্ছলতা, এই উচ্ছ্বাস, এই স্বতঃস্ফূর্ততাই উদীচীর বৈশিষ্ট্য। ভবিষ্যতেও সব বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে উদীচীর শিল্পী-কর্মীরা দেশের যেকোন দুর্যোগ-দুর্বিপাকে, যেকোন সংকটময় মুহূর্তে নিজেদের জীবন বাজি রেখে লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, এ বিশ্বাস সকলের। জয় উদীচী।

সংস্কৃতি খাতে বরাদ্দ না বাড়িয়ে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়

সরকার উন্নয়ন বলতে অবকাঠামো উন্নয়ন আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই বোঝে। জাতির মনোজগতের উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে তারা হিসাবেই নিচ্ছে না। ফলে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী ধর্মীয় উগ্রতা, কূপমণ্ডুকতা এবং চরম অসহিষ্ণুতায় নিমজ্জিত হচ্ছে। বিস্তৃতি ঘটছে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের। বিস্তৃতি ঘটছে ভোগবাদী চিন্তার। হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্য বিস্মৃত হচ্ছে গোটা জাতি। দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐক্য নস্যাৎ করে শোষণ ও লুণ্ঠনের পথই অবারিত করা হচ্ছে। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে গেলেও সংস্কৃতি নিয়ে রাষ্ট্রের কোনো কর্মসূচি নেই। মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার যে সাংস্কৃতিক জাগরণ এই দেশে সংঘটিত হওয়ার কথা ছিল তাও হয়নি। কারণ রাষ্ট্র বা সরকার সংস্কৃতি খাতকে গুরুত্বই দেয়নি কখনো। প্রতিবছর

বাজেটে সংস্কৃতি খাতকে সীমাহীন উপেক্ষার মুখে পড়তে হয়। বাজেটে সংস্কৃতি খাতে বরাদ্দ না বাড়ালে এ রাষ্ট্র তার জন্মচেতনা ৭১ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য।

সংস্কৃতি খাতে জাতীয় বাজেটের ন্যূনতম ১ শতাংশ বরাদ্দের দাবিতে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত সংস্কৃতিকর্মী সমাবেশে বক্তারা এসব কথা বলেন। বক্তারা সংসদে উত্থাপিত বাজেট সংশোধন করে অবিলম্বে জাতীয় বাজেটের ১ শতাংশ সংস্কৃতি খাতে বরাদ্দ দানের দাবি জানান। অন্যথায় দেশব্যাপী বৃহৎ আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দেন তারা। ১১ জুন শনিবার বিকালে রাজধানীর শাহবাগ জাদুঘরের সামনে উদীচীর সভাপতি অধ্যাপক বদিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ, উদীচীর সহ-সভাপতি প্রবীর সরদার, জামসেদ আনোয়ার তপন, ইকরামুল কবির খান, সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে, ঢাকা মহানগরের সভাপতি নিবাস দে ও কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক ইকবালুল হক খান। সমাবেশ পরিচালনা করেন সহ-সাধারণ সম্পাদক সঙ্গীতা ইমাম। সমাবেশে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী সাজেদা বেগম সাজু ও মায়েশা সুলতানা ঊর্বি।

হারেজ ফকিরের উপর হামলার প্রতিবাদ

নড়াইলের কালিয়ায় লালন সাধক হারেজ ফকির-এর উপর জামায়াত নেতা ও তার অনুসারিদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হামলা, মারধর, প্রাণনাশের হুমকি এবং সংগীত চর্চার উপকরণ ভেঙে তছনছ করার প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। ৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ বিকাল ৫টায় শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে আয়োজিত সাংস্কৃতিক সমাবেশে বক্তারা বলেন, জামায়াত ও মৌলবাদী শক্তি সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে ভেতরে ভেতরে বিষবৃক্ষে পরিণত হচ্ছে। যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নড়াইলের কালিয়ায় আওয়ামী লীগ নেতা ইউপি চেয়ারম্যানের বড় ভাই এবং জামায়াতের রোকন, আলী মিয়ার নেতৃত্বে বাউল সাধক হারেজ ফকিরের উপর হামলা ও তার সংগীতর্চচার যন্ত্রপাতি ভাঙার ঘটনা। তারা সরকারের আঁচলের তলে বসে একের পর এক দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করছে। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, তারা কোথাও সাম্প্রদায়িক হামলা করছে, আবার কোথাও সংস্কৃতি চর্চার অনুষঙ্গগুলি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ বা লুটপাটে মূল ভূমিকা পালন করছে। এমনকি সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রগুলোকে ভেঙেচুরে গুড়িয়ে দিচ্ছে, সম্পত্তি দখল করছে। তাই, সময় এসেছে এদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার।

উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি প্রবীর সরদারের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন উদীচীর সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরের সাধারণ সম্পাদক প্রণয় সাহা, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সংগঠক জসিম উদ্দিন, নিপীড়নের বিরুদ্ধে শাহবাগের সংগঠক আকরামুল হক, যুব ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক খান আসাদুজ্জামান মাসুম এবং উদীচীর কোষাধ্যক্ষ বিমল মজুমদার। সমাবেশে সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন উদীচীর শিল্পীরা।

গান-কবিতা-স্মৃতিচারণে রণেশ দাশগুপ্তকে স্মরণ

পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, উদীচী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, উদীচী'র গঠনতন্ত্র প্রণেতা, সাংবাদিক-সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিক-প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ রণেশ দাশগুপ্তকে স্মরণ করলো বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। রণেশ দাশগুপ্ত-এর ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকীতে ০৪ নভেম্বর শুক্রবার উদীচী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে (১৪/২, তোপখানা রোড- জাতীয় প্রেসক্লাবের বিপরীতে) আয়োজন করা হয় আলোচনা সভা ও স্মরণানুষ্ঠান। উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি প্রবীর সরদার-এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উদীচীর সহ-সভাপতি হাবিবুল আলম, কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে, কোষাধ্যক্ষ বিমল মজুমদার এবং কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য শিল্পী আক্তার। আলোচনা পর্বটি সঞ্চালনা করেন উদীচীর সহ-সাধারণ সম্পাদক ইকবালুল হক খান।

রণেশ দাশগুপ্ত-এর জীবন-সংগ্রাম, সাহিত্য চেতনা এবং তাঁর জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন আলোচকরা। তারা বলেন, সমাজতন্ত্রের দীক্ষায় দীক্ষিত রণেশ দাশগুপ্ত সারাজীবন মানুষকে সাম্যবাদী আদর্শে দীক্ষা দিয়ে গেছেন। কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর গড়ে তোলার পেছনে অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত। সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী অপশক্তির বিরুদ্ধে শিশুদের সচেতন করে গড়ে তোলা এবং ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর সব চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য তৈরি করতে রণেশ দাশগুপ্তের লেখনী বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। ব্রিটিশ শাসনের

অবসানের পর পাকিস্তান আমলেও তিনি সক্রিয় ছিলেন সব ধরনের শোষণ-বঞ্চনা-নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে। ১৯৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর শিল্পী-সংগ্রামী-সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিক-কৃষক নেতা সত্যেন সেন-এর সাথে মিলে গড়ে তোলেন উদীচী। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সারাদেশে উদীচী'র বিস্তার এবং সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে তোলার পেছনে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখেন রণেশ দাশগুপ্ত। উদীচী'র গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রের অন্যতম রচয়িতাও রণেশ দাশগুপ্ত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর অসাম্প্রদায়িক, মৌলবাদমুক্ত, সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করার মাধ্যমে সারাজীবন অসংখ্য মানুষকে মানব সেবার মহান ব্রত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সঙ্গীত বিভাগের সদস্য শিল্পী আক্তার, তৌহিদা স্বাধীন এবং মহানন্দ বিশ্বাস। আবৃত্তি পরিবেশন করেন বাচিক শিল্পী শিখা সেনগুপ্তা এবং সুমিত পাল।

১৯১২ সালের ১৫ জানুয়ারি ভারতের আসাম রাজ্যের ডিব্রুগড়ে জন্মগ্রহণ করেন রণেশ দাশগুপ্ত। তাঁর অসামান্য জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মনন ও চিন্তাশীল উপস্থিতির মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমৃদ্ধ, মৌলবাদমুক্ত, সাম্যবাদী সমাজ গঠনের লক্ষ্যে উদীচী'র লড়াই-সংগ্রামকে নানা সময়ে বেগবান করেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। ১৯৯৭ সালের ০৪ নভেম্বর কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মনীষী রণেশ দাশগুপ্ত।

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক মঞ্চ-এর সমাবেশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সভাপতি গোলাম কিবরিয়া পিনু, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর-এর আলী আহমেদ নান্টু, জাহিদ মোস্তফা, সুমন সরদার, আনোয়ার কামাল, স. ম. কামাল, রেজওয়ানুল করিম সুমন।

আলোচনা পর্বের পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা পর্ব। এ পর্বের শুরুতে গণসঙ্গীত পরিবেশন করে কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর-এর শিশু শিল্পীরা। বৃন্দ আবৃত্তি পরিবেশন করেন উদীচীর বাচিক শিল্পীরা। গণসঙ্গীত ও নৃত্য নিয়ে মঞ্চে আসে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। গণসঙ্গীত পরিবেশন করে কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর। এছাড়া, সবশেষে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী পথনাটক 'অজ্ঞাতনামা' পরিবেশন করে উদীচী কেন্দ্রীয় নাটক বিভাগ। নাটকটি রচনা করেছেন উদীচী'র সাবেক সহ-সভাপতি অধ্যাপক রতন সিদ্দিকী এবং নির্দেশনা দিয়েছেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি প্রবীর সরদার। এছাড়া, অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা সময় জুড়ে রং-তুলিতে প্রতিবাদ শিরোনামে প্রতিবাদী চিত্রাঙ্কনে অংশগ্রহণ করেন দেশের প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী জাহিম মোস্তফা, রাশেদুল হুদা, কিরীটি রঞ্জন বিশ্বাস, সোহাগ বায়েজিদ, টাইগার নাজির এবং সনাতন মালো। প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সমাবেশটি সঞ্চালনা করেন উদীচীর সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে একই কৌশল অবলম্বন করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্ম অবমাননার ভুয়া অভিযোগ তুলে দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রেই অপরাধীরা একই কৌশল অবলম্বন করলেও সে কৌশল ঠেকাতে বারবারই ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে এসব অপকর্মের সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। এছাড়া অধিকাংশ অপরাধের ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা গেছে। শুধু হিন্দু বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের নির্যাতনই নয়, গত কয়েক বছরে আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে শিক্ষক লাঞ্ছনা, নির্যাতন, নিপীড়নের ঘটনাও। নারায়ণগঞ্জের শ্যামল কান্তি ভক্ত থেকে শুরু করে নওগাঁর আমোদিনী পাল, মুন্সীগঞ্জের বিজ্ঞান শিক্ষক হৃদয় চন্দ্র মণ্ডল, নড়াইলের অধ্যক্ষ স্বপন কুমার বিশ্বাস, রাজশাহীর গোদাগাড়ীর অধ্যক্ষ সেলিম রেজা বা আশুলিয়ার কলেজ শিক্ষক উৎপল কুমার সরকার পর্যন্ত- একের পর এক শিক্ষক লাঞ্ছিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত এমনকি হত্যাকাণ্ডের শিকারও হচ্ছেন।

গত কয়েক বছর ধরে এতোগুলো অমানবিক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী অপরাধ ঘটানো হলেও, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের দাবিদার সরকার ক্ষমতায় থেকেও সেসব ঘটনার কোনটিরই সুষ্ঠু বিচার সম্পন্ন করতে পারেনি। কক্সবাজারের রামু, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর বা যশোরের মালোপাড়া, সুনামগঞ্জের শাল্লা, কুমিল্লার নানুয়ার দীঘিরপাড় বা সম্প্রতি নড়াইলের লোহাগড়ায় যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে তার কোন-টিরই প্রকৃত অপরাধী আজও ধরা পড়েনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চুনোপুটি বা তৃণমূল পর্যায়ের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে সাময়িকভাবে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করেছে সরকার। এই বিচারহীনতার অপসংস্কৃতির কারণেই অপরাধীরা নিশ্চিন্তে নতুন নতুন অপরাধ করার সাহস পায়। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো মনে করে এ অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর এখনই সময়। সাধারণ জনগণকে সচেতন করে এই বিচারহীনতার অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। প্রতিটি সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বা শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনার পেছনের কুশীলবদের যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক মঞ্চ-এর তিন দিনের দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৯ ও ৩০ জুলাই রাজধানী ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচির শেষ দিন অর্থাৎ ৩১ জুলাই রোববার ঢাকায় সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এবং প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। "প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক মঞ্চ"-এর এ কর্মসূচিতে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী ছাড়াও যেসব সংগঠন যুক্ত রয়েছে সেগুলো হলো- প্রগতি লেখক সংঘ, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর, সমাজ অনুশীলন কেন্দ্র, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, প্রাচ্যনাট, আরণ্যক, বটতলা, থিয়েটার বায়ান্ন।

শিক্ষক লাঞ্ছনার প্রতিবাদে দেশব্যাপী সমাবেশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ড. নূর মোহাম্মদ তালুকদার, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহ-সভাপতি কবি নুরুজ্জামান ভূঁইয়া, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরের সাধারণ সম্পাদক প্রলয় সাহা, শ্যামল বিশ্বাস, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক খান আসাদুজ্জামান মাসুম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক তানজিম উদ্দিন খান, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সদস্য খালেদা ইয়াসমিন কণা প্রমুখ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উত্তরায় তুচ্ছ কারণে মৌলবাদীদের হামলার শিকার উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সদস্য ফাহমিদা হক কলি। সমাবেশটি সঞ্চালনা করেন উদীচীর সহ-সাধারণ সম্পাদক সঙ্গীতা ইমাম।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে দেশে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে লাঞ্ছনা, নিপীড়ন, নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব ঘটনার শিকার হচ্ছেন অমুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষকরা। বারবার এমন ঘটনা ঘটলেও কোন ক্ষেত্রেই সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করা হয়নি। আর তা হয়নি বলেই একের পর এক এমন ঘটনা ঘটানোর সাহস পাচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের মদতপুষ্ট রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা। প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রেই অনুসন্ধানে ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতাদের সংযোগ পাওয়া গেছে। আর এসব কারণেই সবগুলো ঘটনার তদন্তই একটা নির্দিষ্ট সময় পর থমকে গেছে। বক্তারা আরও বলেন, সরকার দেশের অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন করে যাচ্ছে। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেলের মতো অনেক ভালো কাজ করলেও মানুষের মননের উন্নয়ন না ঘটাতে পারলে তা কোন কাজে আসবে না বলেও মন্তব্য করেন বক্তারা। সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটাতে হলে দেশের মানুষের মননের উন্নয়ন ঘটানোর তাগিদ দেন সমাবেশের বক্তারা। নড়াইলের অধ্যক্ষ স্বপন কুমার বিশ্বাসকে লাঞ্ছনা, আশুলিয়ার শিক্ষক উৎপল কুমার সরকারকে হত্যাসহ সাম্প্রতিক সময়ে যতগুলো শিক্ষক নিপীড়ন, নির্যাতন, লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর দ্রুত বিচার এবং জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানান উদীচীর প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সমাবেশে উপস্থিত বক্তারা।

এর আগে সমাবেশের শুরুতে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন উদীচীর শিল্পীরা। তারা পরিবেশন করেন 'মানবো না এই বন্ধনে' এবং 'অধিকার কে কাকে দেয়' গান দুটি। এছাড়া, শিক্ষক লাঞ্ছনার প্রেক্ষিতে স্বরচিত গণসঙ্গীত 'শিক্ষক তুমি জাতি গঠনের কারিগর' পরিবেশন করেন উদীচীর শিল্পী তৌহিদা স্বাধীন। আবৃত্তি পরিবেশন করেন সুবর্ণা আরফিন। ঢাকা ছাড়া দেশের বেশিরভাগ জেলা এবং উপজেলায় উদীচীর উদ্যোগে অব্যাহত শিক্ষক নির্যাতন, নিপীড়ন ও হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

২২তম জাতীয় সম্মেলনে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সংসদ

সভাপতি	:	অধ্যাপক বদিউর রহমান
সহ-সভাপতি	:	মাহমুদ সেলিম
		শিবানী ভট্টাচার্য্য
		হাবিবুল আলম
		বেলায়েত হোসেন
		প্রবীর সরদার
		নিবাস দে
		জামসেদ আনোয়ার তপন
		সুখেন রায়
		এ্যাড. বিশ্বনাথ দাসমুন্সী
		ড. শাশ্বত ভট্টাচার্য্য
		ডা. রফিকুল হাসান জিন্নাহ
		অধ্যাপক আব্দুল মোতালেব
		এ্যাড. মকবুল হোসেন
		আব্দুস সালাম রিপন
		জুলফিকার আহমেদ গোলাপ
		মোল্লা হাবিবুর রাছুল মামুন
		সারওয়ার কামাল রবীন
		রেজাউর রহমান রেজু
		ইকরামুল কবির ইলটু
সাধারণ সম্পাদক	:	অমিত রঞ্জন দে
সহ-সাধারণ সম্পাদক	:	সঙ্গীতা ইমাম
		ইকবালুল হক খান
		প্রদীপ ঘোষ
কোষাধ্যক্ষ	:	বিমল মজুমদার
সম্পাদক	:	সুরাইয়া পারভীন
		বিজন রায়
		রহমান মুফিজ
		কংকন নাগ
		হালিমা নূর পাপন
		মিজানুর রহমান সুমন
		আরিফ নূর
		পারভেজ মাহমুদ
		সম্পদ কর
		শরিফুল আহসান রিফাত

সদস্য

ড. সফিউদ্দিন আহমদ	সেতারা বেগম
গোলাম মোহাম্মদ ইদু	কাজী মারুফা
শংকর সাওজাল	মোস্তাফিজুর রহমান
মো: তমিজউদ্দিন	হাবিবি জহির রায়হান
রতন কুমার দাস	জাহাঙ্গীর আলম
কিরীটি রঞ্জন বিশ্বাস	ডা. রেজাউল আমিন
মামুনুর রশিদ	তপন সারওয়ার
তাহমিনা ইয়াসমিন নীলা	জহিরুল ইসলাম স্বপন
শিখা সেন গুপ্তা	সাজ্জাদুর রহমান খান বিপুব
নাজমুল আজাদ	কে. এম. শরীফুল ইসলাম
সনাতন মালো	দেবাশীষ দেব
শিল্পী আক্তার	যীশুতোষ তালুকদার
মিতা রায়	এম.এম আলমগীর
শেখ আনিসুর রহমান	মাহমুদুস সোবহান মিন্নু
মিনহাজুল আবেদীন মৃদুল	শফিকুল ইসলাম
রুমী দে	কিরণময় মণ্ডল
মন্টি বৈষ্ণব	জাহিদুল হক দীপু
সাজেদা বেগম সাজু	ডাঃ অভিজিৎ দাস জয়
সৈয়দা অনন্যা রহমান	মাধব আচার্য্য
তুষার চন্দন	সাইফুর রহমান মিরন
মৌমিতা জান্নাত	শেখ ফরিদ আহমেদ
বেনজীর আহমেদ লিয়া	এ্যাড. মোতালেব মিয়া
আজমীর তারেক চৌধুরী	বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী
জহুরুল কাইয়ুম	জহিরউদ্দিন বাবর
কাজী আবুল হাসনাত	সন্তোষ কুমার রাজভর
নাজমুল ইসলাম	স্বপন কুমার বর্মণ

বর্ষ ২৩ ॥ প্রথম সংখ্যা ॥ কার্তিক ১৪২৯, নভেম্বর ২০২২

সম্পাদকীয়

মানুষের বাঁচার মন্ত্র লড়াই

একটি দেশ সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় রাষ্ট্রীয় সংবিধান দিয়ে। যেটা পরিপালনে ব্যত্যয় ঘটলে সেটা রাষ্ট্রের ব্যর্থতা। মানুষের কথা বলার অধিকার, বেঁচে থাকার উপকরণ সুলভে পাওয়া, প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ও সঠিক আইনের প্রয়োগ বা ন্যায়বিচার গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। শিক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান তো আছেই। এদেশের মানুষ মূলত এটুকু চায়, পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেল একমাত্র উন্নয়ন নয়। মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন হলো কিনা সেটাই প্রশ্ন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যখাত, সংস্কৃতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা এসব বিষয়ে উন্নতি হলো কিনা আজকের দিনে এসে খতিয়ে দেখা দরকার। দেশের অর্থনীতি এখন দুর্নীতিবাজ, লুটেরা আর সিন্ডিকেটের দখলে। একদিকে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আর ডলার সংকটের দোহাই দিয়ে প্রায় সব নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম যখন খুশি ইচ্ছামতো বাড়িয়ে নিচ্ছে ব্যবসায়ীরা, অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের এই কারসাজি নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা বারবারই প্রমাণিত হচ্ছে। এটি প্রকৃত ব্যর্থতা, নাকি ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতা সে প্রশ্নও জাগছে অনেকের মনে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে বৈষম্যমূলক করার সব ধরনের আয়োজন করে রাখা হয়েছে। ২০১৭ সালে পাঠ্যপুস্তক থেকে প্রগতিশীল লেখকদের অসাম্প্রদায়িক, মৌলবাদবিরোধী চেতনার লেখাগুলো বাদ দেয়ার কুফল প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। তরুণ প্রজন্মকে ধর্মান্ধ, কূপমণ্ডুক আর অ-বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাচেতনাসমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্বাস্থ্যখাতে সীমাহীন দুর্নীতি, লুটপাট অব্যাহত রয়েছে। করোনা মহামারির সময় ভুয়া করোনা সার্টিফিকেট দেয়াসহ যেসব দুর্নীতি হয়েছিল, তার কোনটারই এখন পর্যন্ত বিচার সম্পন্ন হয়নি। দেশজুড়ে সরকারি হাসপাতালগুলোর অবকাঠামোও ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্বল করে রাখা হয়েছে।

সংস্কৃতি খাতে চলছে আরেক ধরনের নৈরাজ্য। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের যে সংস্কৃতি চর্চা এদেশে হয় তার কোন পৃষ্ঠপোষকতা করা হয় না। অথচ, যেকোন ধরনের অপসংস্কৃতিমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য পৃষ্ঠপোষকের অভাব হয়না। প্রায় প্রতিবছরই সংস্কৃতি খাতের বাজেট সঙ্কুচিত হচ্ছে। সরকার নিজেদেরকে সংস্কৃতিবান্ধব বলে দাবি করলেও কাজেকর্মে সে দাবির কোন কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয় না। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এখন জাতীয় দিবসগুলোতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে গেলে স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশের অনুমতি নিতে হবে বলে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে সঙ্কুচিত করা হলেও রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ বা ওয়াজ মাহফিলের ক্ষেত্রে অবশ্য এসব অনুমতি বা নিয়মকানুনের কোন বালাই নেই। সামনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। খেলা হবে-খেলা হবে বলে হুংকার শোনা যাচ্ছে। কোন দলে, কত জন করে খেলোয়াড় খেলবে? রেফারি কাদের? নানা প্রশ্নে ও রহস্যে মানসিক চাপে জর্জরিত জনগণ। প্রধান রাজনৈতিক দলগলো ব্যস্ত সমাবেশে কে কতো বেশি মানুষ জড়ো করতে পারে সেই প্রতিযোগিতায়। তাদের মধ্যে নেই কোন সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা। নেই কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক এজেন্ডা বা লক্ষ্য। একে অপরকে নির্লজ্জ ভাষায় দোষারোপ আর গালাগালি করাই যেন তাদের একমাত্র কাজ। এ অবস্থা চলতে থাকলে জাতীয় নির্বাচনের আগে আবারও রাজনৈতিক হানাহানি আর সংঘাতের শঙ্কা থেকেই যায়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি যেখানে অনুপস্থিত সেখানে বিপর্যয়ের আশঙ্কা অবশ্যম্ভাবী।

তবে, মানুষের বাঁচার মন্ত্র লড়াই। সংগ্রাম করে মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে দ্বিগুণ দ্রোহে মানুষ দ্বিধাহীন স্বপ্ন দেখে বেঁচে থাকার, বাঁচেও। এ দেশ একদিন সোনার বাংলা হবে। এ দেশ একদিন সোনার মানুষ পাবে। এ দেশ হয়ে উঠবে সংবিধানের চার স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকা অসাম্প্রদায়িক দেশ। যার চেতনায় থাকবে শাশ্বত স্বদেশের সুনিবিড় মুক্তিযুদ্ধ।

রাজনৈতিক পরিবর্তনে চাই সাংস্কৃতিক জাগরণ

অধ্যাপক যতীন সরকার

উদীচীর যখন প্রতিষ্ঠা ঘটে তখন আমি ময়মনসিংহ শহরে নাসিরাবাদ কলেজে অধ্যাপনা করি। বলতে গেলে সেই প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই আমি উদীচীর সাথে যুক্ত। ময়মনসিংহে তখন আলোকময় নাহা, সুমিতা নাহা এরা সঙ্গীতের জগতে সুপরিচিত। মিথুন রায়-এর মতো গুণী ওস্তাদ শিল্পীও ময়মনসিংহে ছিলেন। তাদের সকলকে নিয়েই আমরা কেন্দ্রীয় উদীচী গড়ার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই ময়মনসিংহে উদীচী গড়ে তুলেছিলাম। সেই সময় সত্যেন সেন, উদীচীর যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি ময়মনসিংহ শহরে আসতেন এবং প্রায় সময়ই আমার ভাড়াটে বাসাতেই তিনি অবস্থান করতেন। সত্যেনদা তার জীবনের অনেক স্মৃতি আমার কাছে উদঘাটন করেছেন। তিনি বিগত শতকের চল্লিশের দশকে কৃষক আন্দোলন করতেন। কৃষক আন্দোলনের সূত্রেই তিনি গান রচনা এবং গান গাওয়ার সাথে নিজেকে যুক্ত করে নিয়েছিলেন এবং সেই সমস্ত গান অবশ্যই যাকে বলে গণসঙ্গীত। সেই সময়েই ঢাকা শহরে একটা প্রগতিশীল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনও গড়ে উঠেছিল। সেই সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে তিনি, রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ প্রগতিশীল ব্যক্তিবৃন্দ যুক্ত ছিলেন। তখন থেকেই একটি যথার্থ শিল্পী সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা তার মনে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু নানান কারণে সেই সময় সেটা হয়ে ওঠেনি। তিনি তো জেলের বাইরে খুব কম দিনই থেকেছেন। জেলখানায় থেকেই তিনি নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন এমন কথাও তিনি আমার কাছে বলেছেন। সেই সময়েই তার মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল যে, এই কথাগুলো অর্থাৎ ঐতিহাসিক চেতনা, সাংস্কৃতিক চেতনা, সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বোধবুদ্ধি জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া উচিত। সেই সূত্র ধরেই তিনি এর পরে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন।

আজকে উদীচী সারাদেশে তো বটেই, দেশের বাইরেও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। অনেক সাংস্কৃতিক সংগঠন তো আছে এখন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে উদীচীর মতো এমন বহুবিস্তৃত, বিভিন্ন জায়গায় তার কর্মীবৃন্দ ছড়িয়ে পড়া, বিভিন্ন জায়গায় তার শাখা সংগঠন গড়ে ওঠা এমনটি বোধ হয় আর কোন সংগঠনেরই নাই। আর এতো দীর্ঘদিন আগে কোন সংগঠন জন্মগ্রহণ করেছে এবং এখন পর্যন্ত চালু আছে এরকমটি কিছু আছে বলেও আমার জানা নেই। সেই উদীচীর সঙ্গে আমিও যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম। সত্যেনদা-রণেশদা শুধু নয়, অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষ উদীচীর সাথে যুক্ত হলেন। সেই যুক্ততার মধ্য দিয়ে উদীচী সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। আমি যদিও মফস্বলবাসী, একসময় আমাকেও কেন্দ্রীয় উদীচীর সভাপতির মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। সেই সূত্রে আমাকে সারাদেশে ভ্রমণ করতে হয়েছে। বিশেষ করে প্রবীর সরদার আমাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়েছে। সেই সূত্রে আমি দেখেছি উদীচীর প্রতি মানুষের কি গভীর ভালোবাসা, শিল্পীদের কি গভীর শ্রদ্ধা উদীচীর সম্পর্কে। শুধু বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় নয়, আমি উদীচীর সম্মেলনে যোগদানের জন্য লন্ডনেও গিয়েছি এবং লক্ষ্য করেছি, সেখানে যারা বাঙালি আছেন তারা উদীচীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল।

দেশে এবং দেশের বাইরে উদীচীর যে সংগঠন বিস্তৃত হয়েছে সেটা আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত এবং চালু আছে। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের কথা। তবে, গৌরবের সঙ্গেসঙ্গে আমাদের কর্ম সম্পর্কে, আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতাও গড়ে তুলতে হবে। এটা আমরা যেন কখনো ভুলে না যাই। আমরা উদীচীর বিভিন্ন স্থানে সংগঠন বিস্তৃত করেছি, অন্য কোনো সংগঠনের এমনটি নাই এটা যেমন একটা শুভ দিক, একটা গর্বের দিক, ঠিক তেমনিভাবে মনে রাখতে হবে এইটুকুই যথেষ্ট নয়। আমরা, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর যারা কর্মী-সংগঠক আছি মূলত তারা শহর-নগরের অধিবাসী এবং শহর-নগরেই, বিভিন্ন জেলা বা কোনো কোনো উপজেলা শহরে উদীচী তার সংগঠন চালিয়ে যায়। কিন্তু, স্বীকার না করে উপায় নাই, একেবারে গ্রামীণ মানুষের মধ্যে উদীচীকে আমরা বিস্তৃত করতে পারিনি। গ্রামে যেসমস্ত শিল্পী আছেন, সেই সমস্ত শিল্পীকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে নিয়ে বিপ্লবী শিল্প-সমৃদ্ধি গড়ে তোলার যে ব্যাপারটা আমরা করতে পারতাম সেটা কিন্তু আমরা করে উঠতে পারিনি। এই ব্যাপারটিতে আমাদের আত্মসমালোচনা করতেই হবে। আগে যারা সাংস্কৃতিক সংগঠন করেছেন, এমন ব্যক্তি এবং সংগঠনের কথা মনে করলে এই জিনিসটি আমাদের ঐতিহ্যের মধ্যে এসে যায়। যেমন, মুকুন্দ দাস-এর মতোন একটা শিল্পী যাকে যজ্ঞা গুন্ডা বলা হতো, গুন্ডামি করতেন অথচ তাকে নিয়ে অশ্বিনী কুমার দত্ত এমন অবস্থা সৃষ্টি করলেন যে সেই যজ্ঞা গুন্ডা মুকুন্দ দাস একজন বিখ্যাত লোকশিল্পী, যাত্রাগানকে উৎকর্ষমণ্ডিত করলেন এবং বাংলা শিল্পের জগতে নতুন ধারা সংযোজন করলেন। এমনভাবে আমরা দেখি, চট্টগ্রামে পূর্ণেন্দু দস্তিদার-এর মতো লোকেরা রমেশ শীল-কে যিনি আধ্যাত্মিক গান গাইতেন তাকে নিয়ে এলেন বিপ্লবী সঙ্গীতের

এরপর পৃষ্ঠা ২

জীবনদৃষ্টিতে সমৃদ্ধ সংস্কৃতিজন রণেশ দাশগুপ্ত

অমিত রঞ্জন দে

রণেশ দাশগুপ্ত মানবকল্যাণে ব্রতী বিংশ শতাব্দীর এক অসাধারণ মানুষ ছিলেন। মহৎ লক্ষ্যে সমাজ রূপান্তরের সংগ্রামে আমৃত্যু নিবেদিত থেকে তিনি কখনো রাজনৈতিক কর্মী, কখনো সাহিত্যকর্মী হিসেবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নির্মোহভাবে কাজ করে গেছেন। রণেশ দাশগুপ্ত নিয়ত বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের মাঝখানে যে দেয়াল রয়েছে তা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে গেছেন। তিনি নিজেকে একজন মেধাসম্পন্ন কলমজীবীতে পরিণত করেছিলেন। সামাজিক সকল অসাম্য দূর করতে তিনি তাঁর হাতের কব্জি আর আঙুলের সাহায্যে কলম পেশে শিল্প ও সাহিত্যে জীবনের সামগ্রিক সত্যকে তুলে ধরেছেন। তিনি ১৯৩৯-৪০ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত প্রগতিশীল লেখকদের অন্যতম সংগঠন 'প্রগতি লেখক সংঘ'(১৯৩৯-৪০) গঠনে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪০ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে প্রগতি লেখক সংঘের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সাহিত্য-আন্দোলনের মূল সুর ছিল পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ এবং যুদ্ধবিরোধী। প্রগতি লেখক সংঘে ব্যাপক সংখ্যক লেখক লেখিকা সংঘবদ্ধ হয়েছিল। এদেরকে সংঘবদ্ধ করায় নেতৃস্থানীয় সদস্য রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন ও সোমেন চন্দের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন কাজী আব্দুল ওদুদ, সতীশ পাকড়াশী, অচ্যুত গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অমৃত কুমার দত্ত, সরলানন্দ, অজিত গুহ, সরদার ফজলুল করিম, মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ নুরুদ্দিন, সানাউল হক প্রমূখ। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের ভাষায় রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন এই সাহিত্য আন্দোলনের 'ফ্রেন্ড, ফিলোসফার এন্ড গাইড'। কোনো কাজ সম্পন্ন করার আগে তার পরামর্শ নেয়া হতো।

রণেশ দাশগুপ্ত তার গোটা জীবনকে একটা বিন্দু থেকে নানা রেখায় টেনে দিয়েছেন। তিনি ১৯৩৮ সালে ঢাকাতে নলিনীকিশোর গুহ সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা' পত্রিকার সহকারি সম্পাদক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। এ বছরই পিতার মৃত্যু ঘটলে সংসারের অর্থাভাব মেটাতে তিনি একটি ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে চাকরি গ্রহণ করেন। তাঁর সাংবাদিকতা, লেখালেখি, জীবনভাবনা সবকিছুই রাজনীতির অংশ হয়ে পড়ে। ফলে তাঁকে বারবার কারাবরণ করতে হয়। ১৯৫৫ সালে কারামুক্তির পর স্বল্প সময়ের জন্য তিনি ইত্তেফাকে যোগ দেন। এরপর ১৯৫৮ সাল থেকে বামপন্থীদের পরিচালিত দৈনিক *সংবাদ*-এ যুক্ত হন। তিনি ১৯৫৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশ নিয়ে তাঁতীবাজার এলাকা থেকে কমিশনার নির্বাচিত হন এবং সেখানেও দক্ষতার পরিচয় দেন। এসময় তিনি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে রিক্সার লাইসেন্স প্রদানের মত শ্রমঘনিষ্ট কাজের দায়িত্ব পালন করেন।

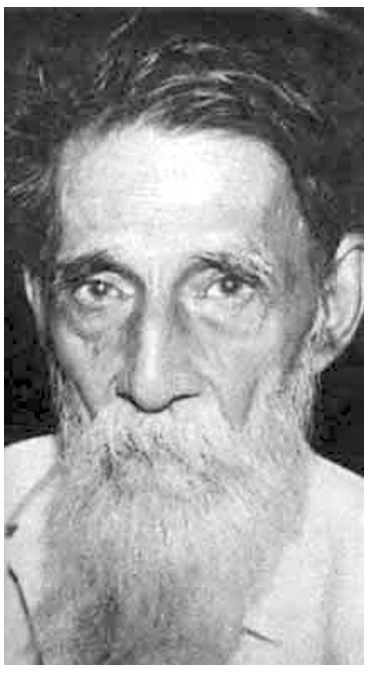

রাজনৈতিক সম্পৃক্তির কারণে রণেশ দাশগুপ্তকে বহুবার কারা অন্তরালে যেতে হয়েছে। তিনি ৭৬ বছরের জীবনের প্রায় ১২ বছর কারাগারে অবরুদ্ধ থেকেছেন। কিন্তু কারাগারের অন্ধকার এই মহান বিপ্লবীর সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে অবরুদ্ধ করতে পারেনি। জেলে বসেই তিনি সাহিত্যের অনুশীলনসহ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। তাঁরই বিশেষ অনুরোধে ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের প্রথম বার্ষিকীতে আরেক রাজবন্দী মুনীর চৌধুরী 'কবর' নাটকটি লিখেছিলেন। যা রণেশ

দাশগুপ্তেরই প্রচেষ্টায় জেলাখানাতেই অভিনীত হয়। তিনি জেলের ভেতরে রাজবন্দীদের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ দিতেন। সেখানে ভাষা ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস, তারপর ক্রিস্টোফার কডওয়েলের Illusion & Reality ইত্যাদি নিয়ে তিনি কথা বলতেন।

রণেশ দাশগুপ্ত ঢাকায় বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলা, ব্যাংক ও ইনস্যুরেন্স কর্মচারীদের জঙ্গী সংগঠনে রূপায়িত করা, 'প্রগতি লেখক সংঘ' গড়ে তোলা, ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত করা, নিয়মিত লেখনী, বক্তৃতা, বেতার-কথিকা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেন তাদেরকে উজ্জীবিত করা, উদ্দীপ্ত করা, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত থাকা, শিশু-কিশোর আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'খেলাঘর' প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা রাখেন। রণেশ দাশগুপ্তের সকল কাজই ছিল অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ। বিশেষ করে, তাঁর সাহিত্যে বাস্তব সমাজ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে প্রখরভাবে। তিনি সব সময় শোষণমুক্তির আদর্শকে লালন করেছেন। চেতনায় লালন করেছেন অসাম্প্রদায়িকতা। মুক্ত মানবের মুক্ত সমাজ বিনির্মাণ এবং আধুনিক প্রগতিশীল ভাবনাকে অগ্রসর করে নেয়ার জন্য তিনি হাজির হয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের দরবারেও। তার পাঠের পরিধি তাই এই মহাদেশ ছাড়িয়ে ইউরোপ, আমেরিকা, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি বিশ্ব সাহিত্য থেকে রস আস্বাদন করে, আত্মস্থ করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন এবং তা থেকে যে আলোর সন্ধান পেয়েছেন তা তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন মানবকল্যাণে। দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে সাহিত্য ছিল তাঁর জীবনসঙ্গী।

রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে যেমন লোকায়ত জীবন, লোকঐতিহ্য, লোকগাঁথা, লোকভাষা ও তার মাহাত্মকে অনুসন্ধান করেছেন তেমনিভাবে আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী সাহিত্য ও রাজনীতির সাথে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকসমাজকে পরিচয় ঘটানোয় ব্রতী থেকেছেন। তিনি শ্রেষ্ঠ মনীষীদের বক্তব্য ও চিন্তাধারা থেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন আলোকিত ভবিষ্যৎ। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা তাঁর জীবনদৃষ্টিকে করে তুলেছে আশাবাদের বড় ভিত্তি। তিনি দেশ-বিদেশের মহান শিল্পী-সাহিত্যিক-লেখকদের জ্বালিয়ে দেয়া প্রদীপ থেকে আলো সিঞ্চন করে আমাদেরকে আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন। যা মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রবাহমানতা ধরে রাখতে রসদ যুগিয়ে চলেছে।

১৯৯৭ সালের ৪ নভেম্বর দুপুর ১২টার দিকে চির আশাবাদী এ মানুষটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তবে তাঁর মৃত্যু তাকে নিঃশেষ করে ফেলতে পারেনি। তিনি চির জাগরুক হয়ে আছেন বা থাকবেন তাঁর সাহিত্য, সাংবাদিকতা এবং তার রাজনৈতিক জীবন দর্শনের মধ্য দিয়ে। আজকের এইদিনে বিশ্বব্যাপী যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে, দেশে দেশে খাদ্য সংকটে পড়ছে মানুষ, বিপন্ন হয়ে পড়ছে প্রাণ-প্রকৃতি এবং জাতীয়ভাবে যে সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব তৈরি হয়েছে তা থেকে উত্তরণে রণেশ দাশগুপ্তের মত মানুষদের জীবনদর্শন থেকে পাঠ নেয়া অত্যন্ত জরুরি।

লেখক: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী

ধর্মের অধর্ম সংহারের সংহতি

রতন সিদ্দিকী

ইংরেজি Religion শব্দের বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে ধর্ম। বস্তুত Religion-এর অর্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে বলতে হবে ধর্মমত। তবে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য হলো ধর্ম।

এই ধর্ম মনুষ্য সমাজের মতোই সুপ্রাচীন ও আবশ্যক প্রতিষ্ঠান। মানবসমাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম। খুব সরলভাবে একে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। তারপরও নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা ধর্ম বলতে বুঝিয়েছেন কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তিকে বিশ্বাস করা এবং সে শক্তিকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াসে বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম, আচার-কৃত্য পালন করা।

সমাজবিজ্ঞানী Durkheim বলেন, 'Religion is an insctitutionalized system of symbols, beliefes, values and practices focused and questions of ultimate meaning.' সমাজবিজ্ঞানী Herbert spencer ধর্ম সম্পর্কে বলেন, 'এটি আনুমানিক ধারণা যা এ বিশ্বকে সকলের কাছে বোধগম্য করে তোলে।'

অতি প্রাকৃত, অদৃশ্য শক্তি, আনুমানিক ধারণা বা কল্পিত বিশ্বাস যাই বলা হোক না কেনো ধর্ম মানবজীবনে অত্যন্ত সক্রিয় প্রাতিভাসিক (বাস্তব না হয়েও বাস্তবরূপে প্রতীয়মান) প্রক্ষোভ (emotion) যাকে ব্যক্তি পর্যায়ে অস্বীকার করা কখনও গেলেও সামাজিকভাবে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এবং রাজনৈতিকভাবে অস্বীকার করা যায় না। কারণ মানুষের মনে ধর্মের বিশ্বাসজাত আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব বা রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এই আদ্রিয়মান ধর্মকে তাই মানুষের কোনো সমাজ রাষ্ট্র বা জাতি উপেক্ষা করতে পারে না। পারেনি কখনও।

বিশ্বাস, কৃত্য ও দর্শনের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে ধর্ম। ধর্মের জন্ম হয়েছে মানবসমাজে। বিকাশও হয়েছে সমাজে। আরবীয় ও ভারতীয় সমাজে বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলির জন্ম হয়েছে। ইহুদি, খ্রিস্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ, হিন্দু, শিখ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের জন্মভূমি আরব ও ভারত। এসব ধর্মের বিশ্বাস ও কৃত্যের মধ্যে দৃশ্যমান পার্থক্য বিদ্যমান। এরা বিশ্বাস ও কৃত্যে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। তবে ধর্মদর্শনে সকল ধর্মই এক ও অভিন্ন। মানুষের কল্যাণ, মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত করা; সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে জীবন নির্বাহ করা; মানুষের অমঙ্গল না করা; অন্যায়, অবিচার, মিথ্যাচার, ব্যভিচার, দুর্নীতি, খুন, রাহাজানি, পাপ ইত্যাদি না করা, এ সবই ধর্মদর্শনের মূল কথা।

এই যে বিশ্বাস, কৃত্য ও দর্শন যে তিনে মিলে ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ, তা প্রকৃত অর্থেই মানবের কল্যাণের জন্যই সৃষ্ট। একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি জীবন প্রবাহের যাবতীয় সকল কিছুই ধর্ম কর্তৃক নির্দেশিত ও নির্দিষ্ট। জীবনের পাপ-পুণ্যের ওপর নির্ভর করে পরকালের স্বর্গ-নরক। পিতা-মাতা, গুরুজন, প্রতিবেশী, সহোদর-সহোদরা, আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত-অপরিচিত সকল মানুষের প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্য, আচরণ, ব্যবহার কেমন হবে ধর্ম তা নির্ধারণ করে দিয়েছে। কেমন করে মানুষের মঙ্গল সাধন হবে, অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ, প্রাণিজগতের কল্যাণ, প্রকৃতির কল্যাণসহ সকল কল্যাণ, নৈতিকতা দ্বারা জীবন পরিচালনা, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে জীবন নির্বাহ, আদর্শবাদিতা, পরমত সহিষ্ণুতা, শুভব্রতে আত্মনিয়োগ ইত্যাদি নির্দোষ, নির্মল ও পবিত্র কার্যাবলিই ধর্ম। সে অর্থে বলা যায়, ধর্মবিশ্বাসীর স্বীয় ধর্ম নির্দিষ্ট কৃত্য পালনসহ সকল শুদ্ধ, শুচি ও শোধিত কল্যাণকর প্রযত্ন প্রচেষ্টাই প্রকৃত ধর্ম (Religion)। আর এসব থেকে বিচ্যুতিকে বলে অধর্ম (Irreligion/unrighteous)।

পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যে গভীর পার্থক্য আছে বিশ্বাস ও কৃত্যে; ধর্মদর্শনে নয়। তবে এ মতভেদ বর্তমানে বিশ্বাস, কৃত্য ও চিন্তাক্ষেত্র ছাড়িয়ে অপরিসীম অত্যাচারী পীড়ক ও দুর্বৃত্তের পর্যায়ে চলে গেছে। মার্কসবাদী তাত্ত্বিক রাহুল সাংকৃত্যায়ন ধর্ম প্রসঙ্গে (তুমহারি ক্ষয়, ছাপরা জেলে থাকাকালীন লেখা, ১৪ই মার্চ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ) বলেছেন, ধর্মগুলি নিজ নিজ খোদা বা ভগবানের নামে, ধর্মগ্রন্থের নামে মানুষের রক্তকে জল থেকেও সস্তা করেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলেছেন, প্রাচীন গ্রিকরা ধর্মের নামে বিরুদ্ধ খ্রিস্টান বালক, বৃদ্ধ নারী ও পুরুষকে হিংস্র বাঘের মুখে ঠেলে দিয়েছে। প্রাচীন জার্মানরা ওক বৃক্ষের উপাসক ছিল। খ্রিস্টানরা তাই পোপ ও বাইবেলের নামে ওক বৃক্ষ নিধন করেছে এবং প্রতিভাবান বিরুদ্ধ চিন্তকদের স্বাধীন চিন্তাকে লোহা ও আগুন দিয়ে দমিত করেছে। সামান্য ধর্মীয় মতানৈক্যের কারণে চক্রের দ্বারা বা জীবন্ত পুড়িয়ে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ধর্মের নামে শুদ্রকে বেদমন্ত্র শ্রবণ ও উচ্চারণ অপরাধে মুখে ও কানে গলিত দস্তা ও লাক্ষা দিয়ে মেরে ফেলেছে। ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর থেকে হিন্দু-মুসলমান রক্তাক্ত বিরোধে জড়িয়েছে। ইসলাম ধর্ম শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের দাবি করে। হিন্দু ধর্ম ব্রহ্মজ্ঞান ও সহিষ্ণুতার দাবি করে। অথচ তারা উভয়ে শত শত বর্ষ ধরে ধর্মের নামে অধর্ম করছে। মন্দির, মসজিদ বা পবিত্র তীর্থগুলি আক্রান্ত ও অপবিত্র হয়েছে পরস্পর বিরোধী ধর্মের অনুসারীদের দ্বারা। বারংবার ধর্মের অধর্ম করে দাঙ্গা করেছে। কানপুর, বেনারস, দিল্লি, মিরাট, মুম্বাই, কলকাতা, গুজরাট, নোয়াখালি, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলমানের ছুরির শিকার হয়েছে নিরপরাধ নারী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ। দয়া ও ধর্মপরায়ণতার দাবিদার হিন্দু-মুসলমান ধর্মের নামে সবচেয়ে বড় অধর্ম করেছে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে দাঙ্গা বাঁধিয়ে মানুষ খুন করে।

এই যে ধর্মের নামে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, দাঙ্গা, খুন, সম্ভ্রমহানি, লুটপাট, সম্পত্তি বিনাশ, ধ্বংসযজ্ঞ ইত্যাদি সবই অধর্ম। আর এ অধর্ম সংগঠনে যারা প্রণোদিত, উৎসাহী এবং অতিমাত্রায় সক্রিয় তারা ধর্মের নামে সংঘবদ্ধ ও একতাবদ্ধ। অর্থাৎ ধর্মের নামে যারা অধর্ম করে তারা সকলেই নিজ ধর্মের নামে নিজ ধর্ম রক্ষার্থে মিলিত হয়, ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তাদের মধ্যে নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হয়। এরা ধ্বংস, বিনাশ বা নিধনে অর্থাৎ সংহারে সুদৃঢ়ভাবে একতাবদ্ধ বা সংহত।

ভারতবর্ষে ধর্মের অধর্ম নগ্ন ও অশ্লীল রূপে প্রকাশিত হয়েছে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সংশ্লিষ্ট ভয়াবহ ও মর্মান্তিক দাঙ্গায়। এ দাঙ্গায় ওরা স্বধর্মে মগ্ন থেকে একতাবদ্ধ হয়ে ধ্বংস ও বিনাশ করেছে অর্থাৎ সংহারে সংহত থেকেছে। এই ধর্মের অধর্ম সংহারে সংহত অমানুষদের বিগত তিন শতাব্দীর ইতিহাস দেখলে বোঝা যায় যে, সেসব ঘটনা কতখানি নিষ্ঠুর ও হিংস্র ছিল। নিচে সে তিন শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধর্মের অধর্ম সংহারে সংহত ঘটনার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। আহমেদাবাদে এক হিন্দু ও এক মুসলমানের বাড়ির আঙিনা ছিল ভাগাভাগিতে। ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি ছিল হোলির দিন। পরের দিন ছিল ইদ এ মিলাদুন্নবি। হিন্দু হোলির আয়োজন করল আর মুসলমান গোরু জবাই করল। এতে বিক্ষুব্ধ হিন্দুরা সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলমান বাড়ির চোদ্দ বছরের এক ছেলেকে এনে গোহত্যার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বলি দিলো। এর ফলে উত্তেজিত মুসলমানরা ও আফগান সৈন্যরা মিলিত হয়ে বিচারকের বাড়িতে আক্রমণ করল এবং শহরের হিন্দু ব্যবসায়ীদের দোকানে আগুন দিলো। এখানে মুসলমান কিশোরকে বলি দিতে হিন্দুরা এক হয়েছিল আর হিন্দুর দোকানে আগুন দিতে মুসলমানরা একতাবদ্ধ হয়েছিল। আহমেদাবাদের এ ঘটনার কিছুকাল পরে কাশ্মিরে ঘটে ধর্মের অধর্ম। সেখানে আব্দুল খাঁ ওরফে নবি খাঁ নামের এক চরম হিন্দু বিদ্বেষী ধর্মান্ধ যুবক ধর্মের নামে মুসলমানদের সংঘটিত করে। নবি খাঁ স্থানীয় শাসনকর্তার কাছে দাবি তোলে যে কাশ্মিরি হিন্দুরা উন্নত যানবাহন ব্যবহার করতে পারবে না। সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের মতো পোশাক পরিধান করতে পারবে না। মুসলমান জনগণ যে সকল প্রমোদবাগিচায় যায় এবং ঘাটে স্নান করে সেখানে হিন্দুরা যেতে পারবে না। স্থানীয় শাসক নবি খাঁর দলবলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তখন নবি খাঁ উৎসবরত সাহাব রায় নামের এক সম্মানীত হিন্দু পরিবারের ওপর হামলা করে। সেখানে উপস্থিত কতিপয় হিন্দু খুন হয় এবং নবি খাঁর দলবল সাহাব রায়ের বাড়ি লুট করে। এরপর রাজপরিবারের সহযোগিতায় নবি খাঁ দুই শিশুপুত্রসহ খুন হলে শুরু হয় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। মাসব্যাপী এ দাঙ্গায় নিহত হয় প্রায় তিন হাজার মানুষ। কাশ্মিরের এ দাঙ্গায় ধর্মের নামে অমানুষেরা একতাবদ্ধ হয়ে প্রাণনাশ করেছে সাধারণ মানুষের।

১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে মোগল সাম্রাজ্যের বাদশাহ মুহম্মদ শাহের শাসনকেন্দ্র দিল্লির লাল কেল্লার সামনে জামা মসজিদ এলাকায় এবং ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে বারানসিতে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ঘটে, যার মাধ্যমে প্রাণহানি হয়, সম্পত্তি ধ্বংস হয়। এগুলি ঘটে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মের নামে। যাকে বিভীষিকাময় অধর্ম বলাই শ্রেয়। এ ভীতিপূর্ণ ও ভ্রাতৃঘাতী অধর্মের প্রকাশ লক্ষ করা যায় ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের সুরাটে। ধর্মের অধর্ম যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তার অসহিষ্ণু ও হিংসাত্মক আবিল প্রকাশ হয় উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলায় গোহত্যাকে কেন্দ্র করে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বারানসিতে মসজিদ সম্প্রসারণ নিয়ে। এখানে ৫০টির অধিক মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ২৮/২৯ জন মানুষ নিহত হয়।

ওই একই রকম ধর্মের নামে এবং ধর্ম রক্ষার্থে অধর্ম করে মানুষ সংহারে সংহত হয়ে দাঙ্গা করেছে মোবারকপুরে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতায় ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে, রোহিলাখণ্ডের বেরিলিতে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে, লাক্ষ্ণৌতে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে, হুগলি জেলার বাকুটে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে, বোম্বেতে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতার শ্যামবাজারে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে, বিহারে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতার টালা অঞ্চলে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে, ময়মনসিংহে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে, কুমিল্লায় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে, কানপুরে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে, সাহাবাদে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতার বড় বাজার, হাওড়া, মেটেবুরুজে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে।

(দাঙ্গার ইতিহাস : শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

ধর্মের নামে সংঘটিত অধর্ম এবং সংহারে উন্মত্ত সংহত অমানুষদের কর্মকাণ্ড এরপর হ্রাস পায় এবং ক্রমশ নিবৃত্ত হয়। ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ, অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনকে আশ্রয় করে এবং স্বদেশি ও কমিউনিস্টদের উপনিবেশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে হিন্দু-মুসলমান সংকীর্ণ ধর্মবোধের বিভক্তিকে উপেক্ষা করতে প্রাণিত হয়। মহাত্মা গান্ধীসহ বিভিন্ন রাজনীতিবিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। দেখা যায় বহু স্থানে মুসলমানরা স্বেচ্ছায় গোরু কোরবানি বন্ধ করে দেয়। হিন্দুরা মসজিদের সামনে দিয়ে যাবার সময় বাদ্যযন্ত্র না বাজিয়ে নিঃশব্দ শোভাযাত্রায় গমন করে।

কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের এ প্রীতি ও সদ্ভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ইংরেজদের বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গ রহিত, মুসলিম লিগের জন্ম, ফরাজি আন্দোলন, কংগ্রেসের হিন্দুঘেষাঁ কর্মসূচি, হিন্দুদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, জাত-ধর্মের অকারণ বাড়াবাড়ি, মুসলমানদের আগ্রাসী ধর্ম ভাবনা, ইংরেজ সরকারের ভেদনীতি, অদূরদর্শী ও অসহিষ্ণু রাজনৈতিক নেতৃত্ব, জিন্নার ভ্রান্ত দ্বিজাতিতত্ত্ব, লাহোর প্রস্তাব, স্বতন্ত্র মুসলমান জাতীয়তাবাদের জন্ম ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করে দেয়। আবার শুরু হয় ধর্মের অধর্ম। সৃষ্টি হয় সংহারে উৎসাহী অমানুষদের সংহতি। সংঘটিত হয় অসংখ্য দাঙ্গা। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ মোপালায়, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ অমৃতসারে, আল্লাপুরে, বিশালপুরে, নাগপুরে, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ দিল্লিতে, হায়দ্রাবাদে, কোহাটে, লাক্ষ্ণৌতে, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে অব্যাহত ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকাল অবধি কলকাতাসহ অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে বেরিলিতে, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ব্যাঙ্গালোর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কানপুরে, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে বোম্বে, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মিরে, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে হাজারিবাগে, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে পুনায়, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে হরিয়ানায়, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানে দাঙ্গা হয়। ধনী-দরিদ্র, স্বদেশি-বিদেশি, নারী-পুরুষ, সাদা-কালো, বাঙালি-অবাঙালি ইত্যাদি বিভেদকে অতিক্রম করে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ ও বিরোধ, এসময়কালে তীব্র হয়ে ওঠে। পারস্পরিক বৈরীভাবাপন্ন ও বিদ্বেষী মনোভাবের প্রকাশ হয় বহুলাংশে। হিন্দু-মুসলমান পরস্পর প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয়। এর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হলে নিরাপত্তাজনিত বিপন্নতার কারণে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সাংঘর্ষিক রূপ সামান্য হ্রাস পায় তবে ভিতরে ভিতরে পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ অক্ষুণ্ন থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে দুই ধর্মগোষ্ঠীর অধর্ম চূড়ান্ত রূপে প্রকাশিত হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে মানুষ ও সম্পত্তি, উপাসনালয় ও তীর্থ আক্রান্ত হয়। দায়িত্বহীন রাজনীতিকদের ব্যক্তিগত বাসনায় ক্ষত-বিক্ষত হয় ধর্মীয় সম্প্রীতি। প্রশ্নবিদ্ধ হয় ধর্ম। রক্তাক্ত হয় প্রিয় মাতৃভূমি। পরস্পর পরস্পরকে সংহারে সংহত হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্টের ভারত বিভাজনের পূর্বদিন পর্যন্ত চলে ধর্মের অধর্ম সংহারে সংহতি।

ভারত বিভাগপূর্ব প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব, (কমিউনিস্ট ও কতিপয় জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া নেতা ছাড়া বাকি সকল) শাসক ইংরেজ, ধর্ম সম্প্রদায়ের পরিচালকবৃন্দ, ব্যবসায়ী-বণিক শ্রেণি, জাতিগোষ্ঠীর অগ্রণী পথপ্রদর্শক প্রমুখ মনে করেছিলেন ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার স্বীকৃতি দিয়ে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করলেই (ভারত-পাকিস্তান সৃষ্টি, বাংলা, পাঞ্জাব, কাশ্মির ভাগ ইত্যাদি) স্বাধীন দেশে শান্তি ও সম্প্রীতিতে মানুষের জীবন সুখময় হয়ে উঠবে। সে চিন্তা যে অলীক ও অবাস্তব ছিল বিভাগ পরবর্তীকালে তা সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারত ও পাকিস্তান যাত্রারম্ভেই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অসারত্বের প্রমাণ দিয়েছে। সে অসারতা, ব্যর্থতা ও গ্লানির কারণে সিকি শতাব্দী স্থায়ী হয়নি পাকিস্তানের অখণ্ডতা। অদ্যাবধি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাকে কুণ্ঠিত করে ধর্মের অধর্ম বিরাজ করছে। মিরাট, গুজরাট, বোম্বে, অযোধ্যা প্রতিনিয়ত লজ্জিত করছে অসাম্প্রদায়িক ভারতবাসীকে। ওখানে সংহারের যে সংহতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তাকে সমর্থন করে যেমন রাজনীতির বুনিয়াদ তৈরি হয়েছে তেমনি বাংলাদেশেও ঘটেছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে মীমাংসিত ধর্মনিরপেক্ষতার সত্যে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল, সেখান থেকে অনেকখানি সরে গেছে বাংলাদেশ। রাষ্ট্র সরে গেলে জনগণ প্রশ্রয় পায়। পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানের জনগণের মধ্যে তাই লক্ষ্য করা যায় ধর্মের অধর্ম সংহারের সংহতি। নিকট অতীতে তার দৃষ্টান্ত প্রচুর।

তাহলে ধর্মের অধর্ম সংহারের সংহতি থেকে মানুষের মুক্তি কোথায়? মুক্তির উপায় প্রধানত রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক সৎ রাজনীতিকদের নিরঙ্কুশ, অবাধ ও বন্ধনহীন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। যাদের ন্যায়সঙ্গত প্রশ্রয় ও প্রণোদনায় জনগণ ধর্মের অধর্মকে অনায়াসে বর্জন করবে। প্রয়োজনে প্রতিরোধ করবে। সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক ভূমিকা রাখবে। ধর্ম পরিচয়ে নয় মানুষকে মানুষ হিসেবেই সর্বাধিক মর্যাদা দেবে।

বিশ্বাস, কৃত্য ও দর্শনের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে ধর্ম। ধর্মের জন্ম হয়েছে মানবসমাজে। বিকাশও হয়েছে সমাজে। আরবীয় ও ভারতীয় সমাজে বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলির জন্ম হয়েছে। ইহুদি, খ্রিস্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ, হিন্দু, শিখ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের জন্মভূমি আরব ও ভারত। এসব ধর্মের বিশ্বাস ও কৃত্যের মধ্যে দৃশ্যমান পার্থক্য বিদ্যমান। এরা বিশ্বাস ও কৃত্যে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বগুড়া

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে উদীচী বগুড়া জেলা সংসদের উদ্যোগে দিনব্যাপী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকাল সাড়ে ৯টায় বগুড়ার ঐতিহাসিক সাতমাথায় জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনব্যাপী কর্মসূচি শুরু হয়।

কর্মসূচি উদ্বোধন করেন বগুড়া জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ডা. মো. মকবুল হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক সঙ্গীতা ইমাম। উদ্বোধনী সঙ্গীত শেষে একটি বর্ণিল শোভাযাত্রা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

এরপর বিকাল ৪টায় উদীচী বগুড়ার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহমুদুস সোবহান মিন্নুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শাহীদুর রহমান বিপ্লবের সঞ্চালনায় মুজিব মঞ্চে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আলোচনা করেন উদীচী বগুড়ার সাবেক সভাপতি ফিজু চৌধুরী, শিক্ষাবিদ ও কথা সাহিত্যিক সাজাহান সাকিদার, স্পেশাল জজকোর্ট বগুড়ার অতিরিক্ত পিপি এ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম, সিপিবি বগুড়ার সাধারণ সম্পাদক কমরেড আমিনুল ফরিদ, দিন বদলের মঞ্চ বগুড়ার সাবেক সভাপতি ফিরোজ হামিদ খান রেজভী।

রাজশাহী

'মুক্তির মিছিলে লড়াইয়ের গান' স্লোগানকে ধারণ করে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী রাজশাহী জেলা সংসদ সংগঠনটির ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে। ২৯ অক্টোবর বিকেল ৪ টায় রাজশাহী নগরীর ফুদকীপাড়া পদ্মাপাড়ে রবীন্দ্র নজরুল মঞ্চে সংগঠনের বন্ধুদের গাওয়া জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। এরপর উদীচী রাজশাহী জেলা সংসদের সভাপতি

অধ্যক্ষ জুলফিকার আহমেদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ভাষাসৈনিক মোশাররফ হোসেন আখুঞ্জি, শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান বাদশা, বীর মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান আলী বরজাহান, রাজশাহী সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ ঘোষ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহ-সাধারণ সম্পাদক বিধান চন্দ্র সরকার ও সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিনুর রহমান সোনা।

এসময় রাসিক প্যানেল মেয়র সরিফুল ইসলাম বাবু, বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক রুহুল আমিন প্রামানিক, কবিকুঞ্জ রাজশাহীর সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হক কুমার, উদীচী রাজশাহী জেলা সংসদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ আলমগীর মালেক, নারী নেত্রী কল্পনা রায়, উদীচী রাজশাহী জেলা সংসদের সহ সভাপতি অধ্যক্ষ রাজকুমার সরকার, আফতাব হোসেন কাজল, আফরোজা আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ প্রামানিক, জাতীয় পরিষদ সদস্য অজিত কুমার মণ্ডল সহ সংগঠনের অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় ছিল গণসংগীত, জুলফিকার আহমেদ গোলাপ রচিত কবিতালেখ্য "অন্তঃহীন পথচলা, আলো দিয়ে আলো জ্বালা", নৃত্য, গীটারে সুর বাজানো এবং খালেদা আক্তার কেয়ার রচনায় নাটক 'লেছমিরা কোথায় যাবে'। এতে সংগঠনের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন।

যুক্তরাষ্ট্র সংসদ

লড়াই-সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করলো যুক্তরাষ্ট্রে। 'শোষণের বেড়াজালে মানুষের প্রাণ, মুক্তির মিছিলে লড়াইয়ের গান'- এই স্লোগানকে ধারণ করে ২৯ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় নিউইয়র্ক জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশ প্লাজায় উদীচী যুক্তরাষ্ট্র সংসদের উদ্যোগে পালিত হয় ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।

উদ্বোধনী আয়োজনের শুরুতে প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন একুশের পদকপ্রাপ্ত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়। জাতীয় সঙ্গীত ও সংগঠনের সঙ্গীত পরিবেশন করেন উদীচীর শিল্পীরা।

উদীচী যুক্তরাষ্ট্র সংসদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মো. আলীম উদ্দীনের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সহ-সাধারণ সম্পাদক লিলি মজুমদার, জ্যামাইকা শাখার সাধারণ সম্পাদক আশিষ রায়, ফ্রান্স শাখার সংগঠক মো. মুকিত চৌধুরী, সহ-সভাপতি শরিফ সরকার, বিশেষ অতিথি রথীন্দ্রনাথ রায়, প্রধান অতিথি উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি ও বৈদেশিক বিভাগের আহবায়ক ডা. রফিকুল হাসান জিন্নাহ ।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল গান, আবৃত্তি, নৃত্য ও বেহালা বাদন পরিবেশন। পরিচালনা করেন উদীচীর অর্থ বিষয়ক সম্পাদক সুলেখা পাল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী উদীচীর শিল্পীরা হলেন- লিলি মজুমদার, ফুলু রায়চৌধুরী, স্নিগ্ধা আচার্য্য, সুপর্ণা সরকার, পার্বতী রায়, সুমন দে, প্রবীর দাশ দিপু, বাবুল আচার্য্য, আশিষ রায়, সুলেখা পাল, রফিকুল ইসলাম ও তোফাজ্জল হোসেন। শিশু শিল্পী- শিবাদিত্য দত্ত, দেবাদিত্য দত্ত, সুদীপ্তা ধর, অদৃতা ধর। নৃত্যে ছিলেন- সারিকা কর্মকার, তবলায়- সুচরিত দত্ত, মন্দিরায়- প্রবীর দাশ দীপু, বেহালায়- আদৃতা ধর। স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন, কবি শাহীন দেলওয়ার, সুচরিত দত্ত, হাফিজ চৌধুরী ইমু ও পার্বতী রায় প্রমুখ।

মেহেরপুর

উদীচী মেহেরপুর জেলা সংসদের আয়োজনে, জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে ২৯ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় উদীচীর ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত

হয়েছে। মেহেরপুর জেলা সংসদের সভাপতি সুশীল চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এবং জেলা সংসদের সকল সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে মূল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা সংসদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোহা. মিজানুর রহমান।

কানাডা

শরতের রৌদ্র করোজ্জ্বল বিকালে হলভর্তি শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সকল বয়সী মানুষের উপস্থিতিতে সুদূর প্রবাসে বসে গণমানুষের জন্য মুক্ত সমাজ-শিল্প-সংস্কৃতি বিকাশের প্রত্যয়ে 'ফিরে চল মাটির টানে' স্লোগান নিয়ে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী কানাডা সংসদের ৪র্থ লোক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের অংশ হিসেবে আয়োজিত হয় এ উৎসব।

মহানগরী টরন্টোর ডাউন টাউনে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিখ্যাত ড্যানিয়েল স্পেকট্রাম হলের প্রধান মিলনায়তনে ২৯ অক্টোবর শনিবার বিকাল সাড়ে ৫টায় কানাডার জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা

হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শক বাঙালির লোক সঙ্গীত নিয়ে উদীচী কানাডা সংসদের নিজস্ব পরিবেশনার পাশাপাশি কানাডায় বাঙালি সংস্কৃতি চর্চায় যুক্ত বিভিন্ন সংগঠন এবং ভারত ও দক্ষিণ আমেরিকান আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর লোক সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা উপস্থাপনায় ছিলেন উদীচীর তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি রীমা পাল এবং অদিতি জহির। এছাড়াও দেশি খাবার, পোশাক-আশাক, গয়না-গাটি ও কারুপণ্য নিয়ে লোক উৎসবকে সমৃদ্ধ করেন স্থানীয় উদ্যোক্তারা। লোক উৎসবের এই বিপুল আয়োজন সফল করতে উদীচীর উপদেষ্টা পরিষদসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আর্থিক সহযোগিতা দিয়েছেন।

উদীচীর ৪র্থ লোক উৎসবে উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ দূতাবাস টরন্টোর কনসাল জেনারেল মো. লুৎফর রহমান, উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য আজিজুল মালিক, উদীচী কানাডার সহ-সভাপতি সৌমেন সাহা, সাধারণ সম্পাদক মিনারা বেগম এবং কোষাধ্যক্ষ দুলাল পাল। ভিডিও সংযোগের মাধ্যমে উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি অধ্যাপক বদিউর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে লোক উৎসবে বক্তব্য রাখেন। দৃষ্টিনন্দনভাবে মঞ্চটিকে অনুষ্ঠানের জন্য ফুটিয়ে তোলেন এবং লোক উৎসবের স্মরণিকার প্রচ্ছদ করেছেন টরন্টোপ্রবাসী প্রখ্যাত শিল্পী তাজউদ্দিন আহমেদ এবং সর্বপ্রকার সহযোগিতায় ছিলেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শিল্পী জয় দাশ। স্মরণিকা সম্পাদনার কঠিন দায়িত্ব সামলেছেন সহ-সভাপতি স্বপন বিশ্বাস। সভাপতিত্ব করেন শিল্পী সুভাষ দাশ এবং অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মিনারা বেগম। অনুষ্ঠানে সংগীতশিল্পী গুরপ্রসাদ দেবাশীষের একক লোকগানের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও অন্যান্য আকর্ষণের মধ্যে ছিল তবলা শিক্ষক নকুল দে'র দশজন কিশোর ছাত্রের সম্মিলিত তবলাবাদন, ভারতীয় শিল্পী সঙ্গীত মুখার্জীর লোকগান এবং দক্ষিণ আমেরিকান আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর রুমি কামুয়েন্দো এবং সান্তিয়াগো ইয়েগা'র লোকসঙ্গীত পরিবেশনা।

সভাপতি সুভাষ দাশের নেতৃত্বে উদীচীর পক্ষ থেকে লোকসঙ্গীত পরিবেশনায় অংশ নিয়েছেন জয় দাশ, চঞ্চলা বিশ্বাস, মৈত্রেয়ী দেবী, রোকেয়া পারভীন, ইন্দ্রনীল দাশগুপ্ত, কাবেরী দত্ত, কণিকা ব্যানার্জী, কাজী জহির উদ্দীন, ওমর হায়াত, পরেশ চন্দ্র চৌধুরী, সীমা দাশ, সুভাষ রায়, সোলায়মান তালুত রবীন, শ্রাবণী সরকার এবং ভ্যালেন্তিনা ভৌমিক।

লোক উৎসবে নাচে অংশগ্রহণ করেন উদীচী কানাডার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস দেব পরিচালিত নৃত্যালোক ড্যান্স একাডেমী, অরুণা হায়দার পরিচালিত সুকন্যা নৃত্যাঙ্গন এবং বিপ্লব কর পরিচালিত নৃত্যকলা কেন্দ্র। সংগীত পরিবেশনে বাদ্যযন্ত্র সংগতে ছিলেন বিশিষ্ট কীবোর্ড শিল্পী জাহিদ হোসেন, তবলায় তানজির আলম রাজীব ও শ্রীবাস দে শিবু, অক্টোপ্যাডে রনি পালমার, দোতারা জুনায়েদ আনোয়ার, গীটার সোহেল ইমতিয়াজ এবং বাঁশিতে আব্দুল ওয়াহিদ। শব্দ ব্যবস্থাপনায় ছিলেন রাশিদ মো. মামুনুর।

যশোর

'শোষণের বেড়াজালে মানুষের প্রাণ, মুক্তির মিছিলে লড়াইয়ের গান' এ স্লোগানকে সামনে রেখে যশোরে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী ৫৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। ২৯ অক্টোবর যশোর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যে দিয়ে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা। এরপর বিকেলে শহরের টাউন হল ময়দানে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত ও উদীচীর দলীয় সংগীত পরিবেশনা করেন সংগঠনের কর্মীরা।

উদীচী যশোরের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট আমিনুর রহমান হিরুর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুর রহমান খান বিপ্লব। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন উদীচী যশোরের উপদেষ্টা ও দৈনিক কল্যাণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা একরাম উদ-দ্দৌলা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন যশোর ইনস্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদক ডা. আবুল কালাম আজাদ লিটু, যশোর শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাহমুদ হাসান বুলু ও জেলা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক সানোয়ার আলম খান দুলু। শুভঙ্কর গুপ্তের সঞ্চালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ডালি সাজানো হয় নৃত্য, আবৃত্তি এবং গানের সমারোহে। গণসংগীতের পাশাপাশি অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ছিলো জীবনমুখি একক গান, নৃত্য এবং আবৃত্তি। একক গান পরিবেশন করেন সমৃদ্ধি, নাহার, সুব্রত, নন্দিতা, গোবিন্দ, সুমন, মুস্তাহিদ ও শেখর। জাহিদের একক নৃত্যের পাশাপাশি আব্দুল আফফান ভিক্টরের আবৃত্তি ছিলো অনবদ্য। যন্ত্রে সঙ্গত করেন মিঠু, পল্লব, জয় এবং সুকুমার।

নারায়ণগঞ্জ

"শোষণের বেড়াজালে মানুষের প্রাণ লড়াইয়ের মিছিলে মুক্তির গান" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী'র ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ২৯ অক্টোবর চাষাড়ায় নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে উদীচী নারায়ণগঞ্জ জেলা সংসদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়।

উদীচী নারায়ণগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক মাসুম সেকান্দারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই উদীচী'র নৃত্য বিভাগের বন্ধুদের পরিবেশনায় নৃত্য,আবৃত্তি বিভাগের বন্ধুদের পরিবেশনায় গুচ্ছ আবৃত্তি, সংগীত বিভাগের দলীয় সংগীত পরিবেশনার প্রথম অংশ। দলীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয় দলীয় পরিবেশনা।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন উদীচীর সাবেক সভাপতি ও কার্যকরী সদস্য জিয়াউল ইসলাম কাজল, উদীচী নারায়ণগঞ্জ জেলা সংসদের কার্যনির্বাহী সদস্য ও সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ভবানী শংকর রায় এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা উদীচীর প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রফিউর রাব্বি। আলোচনা সভার শেষে উদীচী নারায়ণগঞ্জ জেলা সংসদের সংগীত বিভাগ দলীয় সংগীত পরিবেশন করে।

সৈয়দপুর

উদীচী সৈয়দপুর শাখা সংসদের উদ্যোগে ২৯ অক্টোবর নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়। শুরুতেই বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ শেষে শহরের স্মৃতি অম্লান চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। এরপর সন্ধ্যায় আলোচনা সভা, আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবেশিত হয় দ্বিতীয় পর্বের আয়োজন।

ওস্তাদ জান্নাতুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনায় অংশ নেন এ্যাডভোকেট তুষার কান্তি রায়, উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য কাজী আবুল হাসনাত, ম. আ. শামীম, দেলোয়ার হোসেন, শফিউল ইসলাম রঞ্জু। আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন উদীচী সৈয়দপুর শাখা সংসদের সাধারণ সম্পাদক অপু বিশ্বাস। আলোচনা শেষে শেখ রোবায়তুর রহমানের পরিচালনায় আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠানে অংশ নেয় উদীচী সৈয়দপুরের শিল্পীরা।

বয়রা শাখা

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৮ অক্টোবর উদীচী বয়রা শাখা আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এছাড়া ২৯ অক্টোবর উদীচী খুলনা জেলা সংসদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে বয়রা শাখার শিল্পী বন্ধুরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

গোপালগঞ্জ

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে গোপালগঞ্জে উদীচীর ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। গোপালগঞ্জ জেলা সংসদের উদ্যোগে গত ২৯ অক্টোবর সংগঠনের জেলা কার্যালয়ের সামনে জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট মুন্সি আতিয়ার রহমান জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের সভাপতি নাজমুল ইসলাম দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এসময় উদীচীর শিল্পীরা জাতীয় ও সংগঠনের সংগীত পরিবেশন করেন।

পরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পৌরসভার উন্মুক্ত মঞ্চে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আনিচুর রহমান রাজু, সহ-সভাপতি মোজ্জাম্মেল হোসেন মুন্না, প্রসূন মণ্ডল, টুঙ্গিপাড়া শাখার আহবায়ক কবিতা হক, রঘুনাথপুর শাখার সভাপতি নিভা রানী বিশ্বাস. বশেমুরবিপ্রবি শাখার সভাপতি পিউলী মৃধাসহ উদীচীর শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন। বিকেলে পৌরসভার উন্মুক্ত মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক পরিবেশিত হয়।

গাইবান্ধা

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ২৯ অক্টোবর উদীচী গাইবান্ধা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। উদীচী জেলা কার্যালয়ে জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন জ্যেষ্ঠ সদস্য মশিউর রহমান, প্রমতোষ সাহা, সভাপতি জহুরুল কাইয়ুম, সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ চৌধুরী। পরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা জেলা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

'সাম্যের ভোর আসবেই' শীর্ষক অনুষ্ঠানে শিশু শিক্ষার্থীদের পরিবেশনা, কৃতি শিশু শিল্পীদের সংবর্ধনা এবং শেষে গণসঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

সাতক্ষীরা

উদীচী সাতক্ষীরা জেলা সংসদের উদ্যোগে গত ২৯ অক্টোবর সাতক্ষীরা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির হলরুমে উদীচীর ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। উদীচী সাতক্ষীরার সভাপতি শেখ সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও কাজী মাসুদুল হকের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সুরেশ পান্ডে। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ বাসুদেব বসু, অধ্যাপক মোজাম্মেল হোসেন, অধ্যক্ষ আশেক ই এলাহী, জাসদের সুধাংশু শেখর সরকার, অধ্যাপক ইদ্রিস আলি, কবি পল্টু বাসার,শুভ্র আহমেদ। আবৃত্তি করেন তামান্না জাবরিন, মন্ময় মনির, মনিরুজামান ছট্টু। সংগীত পরিবেশন করেন আবু আফফান রোজবাবু ও প্রিয়াংকা দাস।

মাদারীপুর

"শোষণের বেড়াজালে মানুষের প্রাণ, মুক্তির মিছিলে লড়াইয়ের গান" এই স্লোগানকে ধারণ করে গত ২৯ অক্টোবর নানা পর্বে উদীচীর ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করে উদীচী মাদারীপুর জেলা সংসদ ও কালকীনি শাখা সংসদ। শহরের প্রাণকেন্দ্র শুকুনী লেকপাড়ে জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন যথাক্রমে উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সদস্য মাদারীপুর জেলা সংসদের সাবেক সভাপতি খান মো. শহীদ ও কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য, মাদারীপুর জেলা সংসদের সভাপতি ডা. রেজাউল আমিন। আলোচনা শেষে শোভাযাত্রা হয় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেয় কালকিনী শাখা ও জেলা সংসদের শিল্পীরা।

জামালপুর

উদীচীর ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে জামালপুর জেলা সংসদ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। গত ২৯ অক্টোবর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা সংসদের সাবেক সভাপতি জনাব ফজলুল করিম ভানু। এরপর একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি শহর প্রদক্ষিণ করে। সন্ধ্যায় সুধি সমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খন্দকার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, জামালপুর এবং আলহাজ্ব ছানোয়ার হোসেন ছানু, মেয়র, জামালপুর পৌরসভা।

উক্ত অনুষ্ঠানে তিনজন গুণীজনকে উদীচী সম্মাননা প্রদান করে। সম্মাননা প্রাপ্ত গুণীজনেরা হলেন- প্রয়াত যাত্রাশিল্পী রণজিৎ সিংহ সাহা (মরণোত্তর), প্রয়াত তালযন্ত্র শিল্পী ও সংগঠক নিতাই চন্দ্র দে (মরণোত্তর), বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সৈয়দ আনোয়ার রশীদ মাহফুজ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আলী ইমাম দুলাল ও সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ কুমার রাজভর। সবশেষে ইতিহাস কথা কও মঞ্চায়ন করা হয়।

কেন্দুয়া শাখা

"শোষণের বেড়াজালে মানুষের প্রাণ, মুক্তির মিছিলে লড়াইয়ের গান", এই স্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে উদীচী কেন্দুয়া শাখা কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালন করে। গত ২৯ অক্টোবর নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ বর্ণাঢ্য র‍্যালির মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদীচী কেন্দুয়া শাখা সংসদের সভাপতি লেখক, সাংবাদিক রাখাল বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ও সাংবাদিক মহিউদ্দিন সরকারের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, লেখক ও কেন্দুয়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দুয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাবেরী জালাল, কেন্দুয়া সরকারি কলেজের সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রণেন সরকার,রিপোর্টাস ক্লাব সভাপতি, প্রভাষক আসাদুল করিম মামুন প্রমুখ। পরে উদীচী কেন্দুয়া শাখার শিল্পীরা মনোমুগ্ধকর গণসঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, একক সঙ্গীত, বাউল-গান ও পালাগান পরিবেশন করেন।

ঢাকা মহানগরের সাংগঠনিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

উদীচী বার্তা ডেস্ক

উদীচী ঢাকা মহানগর সংসদের উদ্যোগে গত ১৬ সেপ্টেম্বর এক সাংগঠনিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উদীচী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী এই কর্মশালায় প্রথম অধিবেশনে প্রশিক্ষক ছিলেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহসভাপতি জামসেদ আনোয়ার তপন। মধ্যাহ্ন বিরতির পরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন উদীচীর সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে। ঢাকা মহানগর সংসদের সভাপতি নিবাস দের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আরিফ নূরের সঞ্চালনায় কর্মশালায় ঢাকা মহানগর সংসদের সকল সদস্য ও সব শাখার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং জাতীয় পরিষদ সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

জহির রায়হানের ৮৭তম জন্মবার্ষিকী

উদীচী বার্তা ডেস্ক

উদীচী ঢাকা মহানগর চলচ্চিত্র ও চারুকলা বিভাগের উদ্যোগে গত ২২ সেপ্টেম্বর জহির রায়হানের ৮৭তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। উদীচী ঢাকা মহানগরের সভাপতি নিবাস দে এর সভাপতিত্বে ও বিভাগের সম্পাদক আজমীর তারেকের সঞ্চালনায় জহির রায়হানের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন উদীচীর সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে, উদীচীর সহ-সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক প্রদীপ ঘোষ, উদীচীর কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র ও চারুকলা সম্পাদক রহমান মুফিজ, উদীচীর সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক আরিফ নূর। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন উদীচী ঢাকা মহানগরের সহ সাধারণ সম্পাদক শিল্পী আক্তার ও সদস্য তুষার চন্দন।

ঠাকুরগাঁওয়ে সাংগঠনিক সফর

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী ঠাকুরগাঁও জেলা সংসদের নেতৃবৃন্দ দু'টি শাখায় সাংগঠনিক সফর করেছে। গত ২৭ আগস্ট হরিপুর ও রানীশংকৈল শাখা সফর করেন জেলা সংসদের সভাপতি সেতারা বেগম,সাধারণ সম্পাদক রেজওয়ানুল হক রিজু, সংগঠন সম্পাদক আহছানুল হাবিব বাবু, সহসভাপতি এম এস আহমেদ রাজু ও সুচরিতা দেব। হরিপুর শাখার সভাপতি নগেন্দ্র রাম দাসের সভাপতিত্বে ও বিকালে রানীশংকৈল শাখার সভাপতি মহাদেব বসাকের সভাপতিত্বে বর্ধিত সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা ও শাখা নেতৃবৃন্দ। সভায় শাখাগুলি সচল রাখতে সংগঠনের কার্যক্রমকে বেগবান করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

কামাল লোহানীর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

উদীচীর সাবেক সভাপতি, ভাষাসংগ্রামী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানীর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ অনুষ্ঠান করে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। ২০ জুন সোমবার সন্ধ্যায় উদীচী চত্বরে (১৪/২, তোপখানা রোড) আয়োজিত স্মরণানুষ্ঠানের শুরুতে গানে গানে শ্রদ্ধা জানান উদীচীর শিল্পীরা। 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' এবং 'মানুষ হ, মানুষ হ' গান দুটি পরিবেশন করেন তারা। এর পরপরই অস্থায়ী বেদীতে উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদ, ঢাকা মহানগর সংসদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বাহাত্তরের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা জাতীয় কমিটিসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এরপরে উদীচীর সহ-সভাপতি মাহমুদ সেলিমের সভাপতিত্বে ও সহ-সাধারণ সম্পাদক সঙ্গীতা ইমামের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক আবু সাঈদ খান, ডা. মোস্তাক হোসেন, কামাল লোহানীর সন্তান ও সাংবাদিক সাগর লোহানী, উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি প্রবীর সরদার, জামসেদ আনোয়ার তপন, সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে, সহ-সাধারণ সম্পাদক ইকবালুল হক খান প্রমুখ। তারা বলেন, একজন রাজনীতিবিদ ও সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসেবে সারাজীবন দেশের মানুষকে অসাম্প্রদায়িক, সমাজতান্ত্রিক, মৌলবাদমুক্ত সমাজ গঠনের সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন কামাল লোহানী।

ইবি উদীচীর আহ্বায়কের উপর হামলায় ক্ষোভ

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের আহবায়ক পপি আক্তার-এর উপর ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে উদীচী। এক বিবৃতিতে উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি অধ্যাপক বদিউর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে বলেন, উদীচীর মতো একটি ঐতিহ্যবাহী প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনের আহবায়কের উপর ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের এমন ন্যাক্কারজনক হামলা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

খালেদা জিয়া হলের নবাগত ছাত্রী সৈয়দা সায়মা রহমান সিট বণ্টন নিয়ে সমস্যা তৈরি করলে তাকে বোঝাতে যান পপি আক্তার। পরদিন, সায়মা তার বন্ধু ছাত্রলীগ কর্মী মেহেদী হাসান হাফিজের সহায়তায় পপিকে মারধর করেন। প্রশাসন দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে দুদিনের মধ্যে সায়মাকে হল ছাড়ার নির্দেশ দেয় এবং হাফিজের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেয়। এরপর থেকেই পপির বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার ও কুৎসা রটায় ছাত্রলীগ কর্মীরা।

বিবৃতিতে উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক চর্চার সুষ্ঠু পরিবেশের স্বার্থে পপি আক্তারের উপর ঘটা ন্যক্কারজনক হামলার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া জরুরি।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ষাকল্প

উৎসবমুখর পরিবেশে রোমাঞ্চকর ঋতু বর্ষাকে বরণ করে নিলো উদীচী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংসদ। গত ১৫ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাস্কর্য চত্বরে 'এসো করো স্নান নবধারা জলে' শ্লোগানকে সামনে রেখে বর্ষাকল্প ১৪২৯ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন একুশে পদকপ্রাপ্ত খ্যাতিমান অভিনেতা ও নাট্যজন মাসুম আজিজ। তিনি বলেন, 'যে গান মেহনতি মানুষের কথা বলে না, সে গান আমি গাইতে পারি না। মানুষের কথা বলাই সংস্কৃতির কাজ।' মাসুম আজিজ আরও বলেন, 'উদীচীর জন্মই একটি রাজনৈতিক বিশ্বাসের ওপরে। সেখানে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার এবং একটি শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন নিয়েই জন্ম হয় উদীচীর। সে জন্যই এটা আমাদের প্রাণের সংগঠন।'

বর্ষা বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ। তিনি বলেন, 'সাম্প্রদায়িকতা যেভাবে আমাদের গ্রাস করছে সেটি মোকাবেলা করার জন্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কোন বিকল্প নেই। এসময় গণসংগীতশিল্পী ও সংগীতে অবদানে একুশে পদকপ্রাপ্ত, উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি মাহমুদ সেলিম, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের প্রধান উপদেষ্টা দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলামসহ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, 'বর্ষাকল্প' অনুষ্ঠানটি সম্প্রতি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হতাহত সকল শ্রেণি-পেশার মেহনতি মানুষদের উৎসর্গ করা হয়।

ময়মনসিংহে সনদপত্র প্রদান ও অভিভাবক সমাবেশ

উদীচী বার্তা ডেস্ক

উদীচী পরিচালিত আলোকময় নাহা সংগীত বিদ্যায়তনের সনদপত্র প্রদান ও অভিভাবক সমাবেশ ২৯ জুলাই জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে স্কুলের ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র- ছাত্রীদের সনদপত্র প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের অধ্যক্ষ ওস্তাদ পবিত্র মোহন দে, অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি মাহমুদ সেলিম ও আলোকময় নাহা সংগীত বিদ্যায়তনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আব্দুস সোবাহান। আরও বক্তব্য রাখেন জেলা উদীচীর সভাপতি ডা. প্রদীপ চন্দ্র কর, সাধারণ সম্পাদক যীশুতোষ তালুকদার, ময়মনসিংহের সনামধন্য প্রতিষ্ঠান রাধা সুন্দরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. হাবিবুল্লাহ। অনুষ্ঠানে সনদপত্র প্রদান ছাড়াও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বর্ষা উৎসব উদযাপন

কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য রেশনের দাবি

উদীচী বার্তা ডেস্ক

বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও কর্মহারা শ্রমিকদের জন্য রেশন চালুর দাবি জানিয়ে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী উদযাপন করেছে বর্ষা উৎসব। গত ১৫ জুন সকালে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে এ উৎসব আয়োজন হয়। বরাবরের মতো উদীচী ঢাকা মহানগর সংসদ ছিল উৎসবের আয়োজক।

উৎসবের আয়োজকরা বলেন, শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৃষ্টিবিলাসের উদ্দেশ্যে বর্ষা উৎসবের আয়োজন নয়, ঋতুভিত্তিক এ অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে গ্রাম-নগরের শ্রমজীবী মানুষের জীবন আরাধনাই উদীচীর লক্ষ্য। আয়োজকরা শ্রমজীবী মানুষের জীবন আরাধনার পাশাপাশি প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংস করে গড়ে ওঠা নানা প্রকল্প বাতিল, অপরিকল্পিত উন্নয়ন বন্ধ এবং দখল হওয়া নদ-নদী উদ্ধারের দাবিও জানান।

বর্ষা কথন পর্বে প্রধান কথক অধ্যাপক রতন সিদ্দিকী বলেন, 'বর্ষা জলে প্রাণ-প্রকৃতি শুদ্ধ হয়। বর্ষা তার সহজাত শক্তি নিয়েই জীবন, আচার, সংস্কৃতি ও সাহিত্য অধিকার করে থাকে। বর্ষার প্রথম বৃষ্টি যেমন খরতাপে মূষড়ে পড়া প্রকৃতিকে জাগিয়ে তোলে তেমনি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শক্তিও ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তোলে সাম্য ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা মহানগর উদীচীর সহ-সভাপতি হাবিবুল আলমের সভাপতিত্বে কথনপর্বে আলোচনা করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি অধ্যাপক বদিউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে। বর্ষাকথন উপস্থাপন করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কবি রহমান মুফিজ। সঞ্চালনা করেন ঢাকা মহানগর উদীচীর সাধারণ সম্পাদক আরিফ নূর।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সকাল ৭ টায় মেঘমল্লার রাগের ওপর জ্যোতি ব্যানার্জির সেতার বাদনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বর্ষা উৎসবের আয়োজন। এর পর সমবেত গান পরিবেশন করেন ঢাকা মহানগর সংসদ, উদীচী মিরপুর, বাড্ডা, লালবাগ, রায়েরবাজার ও সাভার শাখা। নৃত্য পরিবেশন করেন উদীচী কাফরুল শাখা ও নৃত্যশিল্পী মুক্তা ঠাকুর। আবৃত্তি করেন অনন্যা লাবনী পুতুল, বেলায়েত হোসেন ও মিজানুর রহমান সুমন। একক গান করেন, বিজন চন্দ্র মিস্ত্রি, মেহেদী ফরিদ ও রেজাউল করিম টুলু। পথনাটক 'বরাক বাঁশ' পরিবেশন করেন উদীচী ঢাকা মহানগর সংসদের নাটক বিভাগ। নাটকের নির্দেশনা দেন নাজমুল হক বাবু। সাংস্কৃতিক আয়োজন পরিচালনা করেন শিখা সেনগুপ্তা ও মিনহাজুল আবেদীন মৃদুল।

ঋতুবৈচিত্র্যের ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে যশোরে উদীচীর শরৎ উৎসব

উদীচী বার্তা

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর মুখপত্র

বর্ষ ২৩ ॥ প্রথম সংখ্যা ॥ কার্তিক ১৪২৯, নভেম্বর ২০২২ ॥ মূল্য ১০ টাকা

বন্যার্তদের পাশে উদীচী

উদীচী বার্তা ডেস্ক

এবছরের মধ্যভাগে কয়েক দফা বন্যার কবলে পড়ে দেশের উত্তর এবং মধ্যাঞ্চলের অসংখ্য মানুষ। সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা দেখা দেয় জুনের মাঝামাঝি থেকে শেষ দিক পর্যন্ত। অব্যাহত ভারী বৃষ্টিপাত এবং উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সিলেট-সুনামগঞ্জ-মৌলভীবাজারসহ হাও-রাঞ্চল এবং নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা,

সিরাজগঞ্জসহ ২০টিরও বেশি জেলা। বন্যার পানির তোড়ে ভেসে যায় ঘরবাড়ি, মূল্যবান জিনিসপত্র, গবাদি পশু, শিক্ষা সনদ, ক্ষেতের ফসল থেকে শুরু করে মানুষের বেঁচে থাকার প্রায় সবগুলো উপকরণ। আকস্মিক এ বন্যার জন্য প্রস্তুতি নেয়ারও সুযোগ পাননি অনেক এলাকার মানুষ। সিলেট, সুনামগঞ্জসহ অনেক জেলা শহরেও একতলা সমান উচ্চতায় উঠে গিয়েছিল বন্যার পানি।

ভয়াবহ এ মানবিক বিপর্যয় সামলাতে অতীতের যেকোন সময়ের মতো এবারও ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারাদেশে শুরু হয় ত্রাণ সংগ্রহ এবং দুর্গত এলাকায় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম। কেন্দ্রীয়ভাবে ১৩ সদস্যের দল গঠন করে সারাদেশের এ কার্যক্রম তদারকি করা হয়। আর্তমানবতার ডাক শুনে সারাদেশের উদীচীর হাজারো শিল্পী-কর্মী রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে, দোকানে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে বা শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধ করে সংগ্রহ করেন বিপুল পরিমাণ অর্থ। রাজধানীতেও কেন্দ্রীয় সংসদের উদ্যোগে টানা কয়েকদিন বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ সংগ্রহ অভিযান চালানো হয়। পিছিয়ে থাকেনি বিদেশে অবস্থিত উদীচীর সংসদগুলোও। সবখানেই উদীচীর শিল্পী-কর্মীদের কণ্ঠে ছিল গান, হাতে ছিল ভিক্ষার ঝুলি আর মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। এসব কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের যে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে এবং উদীচীর প্রতি মানুষের যে আস্থা এবং ভালোবাসা পরি-লক্ষিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে গর্ব করার মতো বিষয়। কেন্দ্রীয় সংসদ, বিভিন্ন জেলা ও শাখা সংসদ এবং বৈদেশিক শাখাগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাত্র সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা পড়ে ১৯ লাখ টাকারও বেশি অর্থ। যার মধ্যে বেশ কিছু অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে পাঠিয়ে দেয়া হয় সিলেট-সুনামগঞ্জ-মৌলভীবাজারসহ বন্যাদুর্গত অঞ্চলে।

দুর্গত অঞ্চলগুলোতে যখন সরকারিভাবে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছায়নি, যখন নানাভাবে দুর্নীতি আর অব্যবস্থাপনার অভিযোগ উঠে আসছিল প্রশাসনের বিরুদ্ধে, তখন সবার আগে ত্রাণ বিতরণের উদ্যোগ নিয়ে মাঠে নামে উদীচী। নিজেরা দুর্গত হওয়া সত্ত্বেও সিলেট-সুনামগঞ্জ-মৌলভীবাজারে উদীচীর শিল্পী-কর্মীরা হাওরের দুর্গম অঞ্চলগুলোতে নৌকায় করে গিয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ২

রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত জয়ন্তী উদযাপন

উদীচী বার্তা ডেস্ক

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী ঢাকা মহানগর সংসদের উদ্যোগে গত ৭ অক্টোবর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা মিলনায়তনে রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত জয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল মহানগরের সংগীত বিভাগের পরিবেশনা। সংগীত পরিচালনা করেন সুরাইয়া পারভীন ও মায়েশা সুলতানা উর্বি। পর্যায়ক্রমে আবৃত্তি ও নৃত্য বিভাগের পরিবেশনা শেষে শুরু হয় আলোচনা পর্ব। আবৃত্তির গ্রন্থনা ও নির্দেশনায় ছিলেন শিখা সেনগুপ্তা। আর নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন সঙ্গীতা ইমাম ও বেনজীর আহমেদ লিয়া।

উদীচী ঢাকা মহানগর সংসদের সভাপতি নিবাস দের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবন, লেখনী, সাহিত্যকর্ম ও আদর্শের উপর আলোকপাত করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, কথাসাহিত্যিক শামসুজ্জামান হীরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী, অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক খান, উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে এবং উদীচী ঢাকা মহানগর সংসদের সাধারণ সম্পাদক আরিফ নূর। আলোচনা পর্বটি সঞ্চালনা করেন রবীন্দ্র নজরুল সুকান্ত উদযাপন প্রস্তুতি পরিষদের আহ্বায়ক ইকবালুল হক খান।

আলোচনা পর্বে বক্তারা বলেন, বাঙালির মানস গঠনে অপরিহার্য ভূমিকা রেখেছেন এই তিন মহান সাহিত্যিক। তাঁদের রচনা সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, সাম্রাজ্যবাদসহ সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। সাম্যবাদী সমাজ গঠনের সংগ্রামে আলোকবর্তিকা হিসেবে আমাদের পথনির্দেশ করে চলেছে। এই তিন কবির রচনা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েই আমাদের ভবিষ্যত লড়াই সংগ্রামে জয়ী হওয়ার ব্রত নিতে হবে বলেও মন্তব্য করেন বক্তারা।

আলোচনা পর্বের পর অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ পর্বে মিজানুর রহমান সুমন ও শিল্পী আক্তারের সঞ্চালনায় একক সংগীত ও আবৃত্তি নিয়ে মঞ্চে আসেন মহুয়া মঞ্জুরী সুনন্দা এবং রফিকুল ইসলাম। এরপর একে একে দলীয় সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশনা করেন ঢাকা মহানগর সংসদের বিভিন্ন শাখার শিল্পী বন্ধুরা। সবশেষে মঞ্চায়িত হয় মহানগর নাটক বিভাগের নতুন নাটক 'ত্রিবেণীর ঘাট'। নাজমুল হক বাবুর পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় ত্রিবেণীর ঘাট নাটকটি দর্শকদের ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে।

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক মঞ্চ-এর সমাবেশ

উদীচী বার্তা ডেস্ক

দেশজুড়ে চলমান সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, অব্যাহত শিক্ষক নির্যাতন, নিপীড়ন, লাঞ্ছনা এবং বিচারহীনতার অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ২৯ থেকে ৩১ জুলাই, ৩ দিন দেশব্যাপী কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীসহ বেশ কয়েকটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন। "প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক মঞ্চ"- এই ব্যানারে আয়োজিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয়ভাবে ২৯ জুলাই শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টায় শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সমাবেশ।

"শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব রক্ষায়-রুখো সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস" এই শ্লোগান নিয়ে আয়োজিত সমাবেশের শুরুতে দু'টি দলীয় গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন উদীচীর শিল্পীরা। তারা পরিবেশন করেন, "এ মাটি নয় জঙ্গিবাদের, এ মাটি মানবতার" এবং "এ লড়াই বাঁচার লড়াই, লড়াইয়ে জিততে হবে" গান দু'টি। এরপর সমসাময়িক বিষয়ের উপর নির্মিত পথনাটক পরিবেশন করে প্রাচ্যনাট। এরপর বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি অধ্যাপক বদিউর রহমান-এর সভাপতিত্বে শুরু হয় আলোচনা পর্ব। এ পর্বে বক্তব্য রাখেন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র-এর জাকির হোসেন, সমাজ অনুশীলন কেন্দ্র-এর রঘু অভিজিৎ রায়, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর-এর শফিকুর রহমান শহীদ, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম এম আকাশ, প্রগতি লেখক সংঘ-এর সহ-সভাপতি শামসুজ্জামান হীরা এবং কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর-এর চেয়ারপারসন মাহফুজা খানম। একক আবৃত্তি পরিবেশন করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি বেলায়েত হোসেন, প্রগতি লেখক সংঘ-এর

এরপর পৃষ্ঠা ৩

উদীচী বার্তার সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি	:	অধ্যাপক বদিউর রহমান
সম্পাদক	:	অমিত রঞ্জন দে
নির্বাহী সম্পাদক	:	হালিমা নূর পাপন
সদস্য	:	জামসেদ আনোয়ার তপন
		প্রদীপ ঘোষ
		রতন কুমার দাস
		মন্টি বৈষ্ণব

নড়াইলে বিভাগীয় ছাত্র-শিক্ষক-সংস্কৃতিকর্মী সমাবেশ

অবিলম্বে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিচার দাবি

উদীচী বার্তা ডেস্ক

দেশজুড়ে অব্যাহত শিক্ষক লাঞ্ছনা, নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা এবং সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রতিবাদে নড়াইলে বিভাগীয় ছাত্র-শিক্ষক-সংস্কৃতিকর্মী সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। ২৩ জুলাই শনিবার সকাল সাড়ে ১১টায় নড়াইল শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি সুখেন রায়, বেলায়েত হোসেন, জামসেদ আনোয়ার তপন, সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে'সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। এছাড়া যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, মাগুরা, কুষ্টিয়া, নড়াইলসহ খুলনা বিভাগের সবগুলো জেলা ও শাখার শিল্পী-কর্মীরা সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। উদীচীর শিল্পী-কর্মী ছাড়াও নড়াইলের সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী এ সমাবেশে অংশ নেন।

ছাত্র-শিক্ষক-সংস্কৃতিকর্মী সমাবেশের শুরুতে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এরপর সমাবেশে আলোচনা পর্ব ছাড়াও পরিবেশিত হয় প্রতিবাদী গান, আবৃত্তি ও নাটক। আবৃত্তি পরিবেশন করেন দেশবরেণ্য বাচিক শিল্পী, উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি বেলায়েত হোসেন। উদীচী কেন্দ্রীয় নাটক বিভাগ পরিবেশন করে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী পথনাটক 'অজ্ঞাতনামা'। নাটকটি রচনা করেছেন উদীচীর সাবেক সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী এবং নির্দেশনা দিয়েছেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি প্রবীর সরদার।

উদীচী নড়াইল জেলা সংসদের সভাপতি মায়া রানী বিশ্বাস-এর সভাপতিত্বে সমাবেশের শুরুতে জাতীয় সঙ্গীত এবং সংগঠন সঙ্গীত পরিবেশন করেন উদীচী যশোর জেলা সংসদের শিল্পীরা। পরে আলোচনা পর্বে বক্তারা বলেন, গত কয়েক বছরে দেশে আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে শিক্ষক লাঞ্ছনা, নির্যাতন, নিপীড়ন ও হত্যার ঘটনা। নারায়ণগঞ্জের শ্যামল কান্তি ভক্ত থেকে শুরু করে আশুলিয়ার কলেজ শিক্ষক উৎপল কুমার সরকার পর্যন্ত- একের পর এক শিক্ষক লাঞ্ছিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত এমনকি হত্যাকাণ্ডের শিকারও হচ্ছেন। এছাড়া, দীর্ঘদিন ধরে একই কৌশল অবলম্বন করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্ম অবমাননার ভুয়া অভিযোগ তুলে দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় তাদেরই স্থানীয় পর্যায়ের একদল নেতা-কর্মীর সেখানে সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যাচ্ছে। ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার লক্ষ্যে ফেসবুকে ভুয়া আইডি খুলে পরিকল্পিতভাবে ধর্মকে কলুষিত করার নামে এগুলো করা হচ্ছে। যারা এ কাজ করছে তারাই মূলত ধর্ম অবমাননা করছে বলে মন্তব্য করেন বক্তারা। কিন্তু

এরপর পৃষ্ঠা ২